



প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 12th Year, 352 Issue • 31 December, 2021, Friday • ১৫ পৌষ, ১৪২৮, শুক্রবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

২০২১ মানে ৮ সেপ্টেম্বর বনাম ১৯ নভেম্বর

‘মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে’

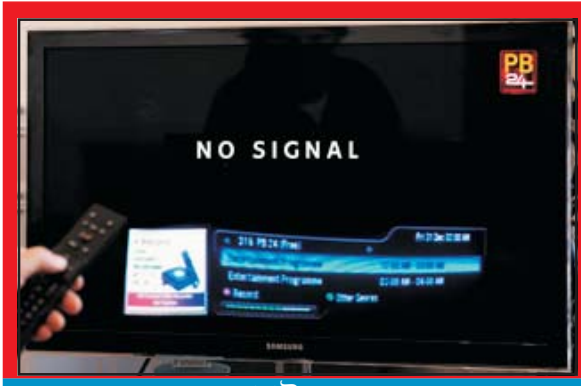


৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। পৃথিবী নামক চলন্তকারি আরও একটি বছর ‘ইতিহাস’ হয়ে গেল। একটি বছর মানে ৩৬৫টি দিন। ১২টি মাস। প্রায় ৫২টি সপ্তাহ। কালের নিয়মে এই এক বছরের সময়প্রবাহে লুকিয়ে থাকে নানা ঘট-প্রতিঘাত, জয়-পরাজয়। প্রত্যেক এক বছরের শেষে পৃথিবীর শতাধিক দেশের কোটি কোটি মানুষ, নিজেদের জীবনে কি পাওয়া হলো আর কি

খোয়া গেল, তা নিয়ে রীতিমত ভাবতে বসে পড়েন। অনেকে ব্যক্তিগত ডায়েরির পাতায় টুকে রাখেন একেক দিনের গ্লানি-বার্ঘতা-যন্ত্রণা-কাতরতা-প্রাপ্তি-গৌরব-মান-অভিমান-প্রেম-অপ্রেম আর বোধের ইতিকথা। অনেকে এক বছরের ব্যবধানে বিকেলের স্নান আলোয় পৃথিবী কতটা ক্রান্ত, দুপুর কতটা দুর্বিণীত তা নিয়ে বৃত্ত বাঁধার চেষ্টা করেন। কেউ দুঃসময় আর

সুসময়ের ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলার অঙ্গীকারে নিজের আরও দৃঢ় করেন। গত এক বছরে, পৃথিবী জুড়ে জন্মের আগুনে কত পাহাড় পুড়েছে! কত নদী চিরতরে শুকিয়ে গেছে। উদ্বেগ আর চিৎকারে একেকটা বেলা কাটিয়েছেন কত-কত প্রতিবাদী চেতনা। মানুষ যখন একলা থাকে, ভিড়ের বাইরে বেরিয়ে যখন নিজের সঙ্গে কথা বলে, তখন কবর আর দাঁড় দাঁড় জ্বলতে থাকা শব্দকাঠ আসলে একই



৭ আগস্ট, ২০২১

সংজ্ঞা বহন করে। একটি বছরের ৩৬৫ দিন ফুরিয়ে যাওয়া মানে, নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়াকে শান দেওয়া। আরও শানিত করা। ৩৬৫ দিন ফুরিয়ে যাওয়া মানে, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে যতটা আয়ু, তার দিকে আরও এক পা এগিয়ে যাওয়া। ২০২১ সাল শেষ হয়ে গেল। পৃথিবীজুড়ে প্রস্তুতি এখন ২০২২-কে বরণ করে নেওয়ার জন্য। পরাজিত সময়, ছিন্ন বর্ম, শব্দের সম্মোহনে ২০২১ সাল শেষ হয়ে গেল। প্রতিবাদী কলম, পিবি২৪ এবং কলমের শক্তি— রাজ্যের এই তিনটি সংবাদমাধ্যমের কাছে ২০২১ সাল আসলে রবীন্দ্রনাথের সেই অমোঘ বাণী— ‘সংকোচের বিহীনতা নিজেরে অপমান/সঙ্কটের

কল্পনাতে হোয়া না ঘিয়মাণ-আ! আহা! মুক্ত করা ভয়, /আপনা-মাঝে শক্তি ধর, নিজেরে করো জয়—’। ২০২১ সাল আমাদের কাছে প্রধানত দুটো তারিখ। একটি ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১। অন্যটি ১৯ নভেম্বর, ২০২১। প্রথম তারিখটি এই দেশ এবং পৃথিবীর সংবাদ জগৎ ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় অধ্যায়ের তারিখ। রাজ্যের ইতিহাসে তো বটেই। দ্বিতীয় তারিখটি নিজের লক্ষ্যে অবিচল থেকে সংশয়হীনতাকে এক স্বর্ণময় অধ্যায়ে পরিণত করার তারিখ। প্রথম তারিখটিতে শাসক দলের কয়েকজন হীন-নেতানৈতী নিজেদের ‘রাষ্ট্র ক্ষমতাকে’ অপব্যবহার করার নিজের



১৯ নভেম্বর, ২০২১

রেখেছেন। দ্বিতীয় তারিখটিতে এই দেশের হাজার হাজার কৃষক ‘রাষ্ট্র ক্ষমতাকে’ বহু মাসের আন্দোলনের ফলে তাদের কাছে এনে নত করিয়েছে। ২০২১ সালের ৮ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টা নাগাদ মোলারমাঠের চৌধুরী ভবনে (পড়ুন প্রতিবাদী কলম এবং পিবি২৪-এর প্রধান কার্যালয়ে) যে নারকীয় হামলা এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে, তা ইতিহাস মনে রাখবে। মনে রাখবে আমরাও। ওই ঘটনার

পরেও আমরা কখনও নিজেদের ‘দীন নিঃসহায় যেন করছ না জানো’ ভেবে প্রতিটা মুহুর্ত পার করেছি। মনের মধ্যে সংশয় রাখিনি কোথাও। ধর্ম বলে যদি কিছু থাকে, রাষ্ট্র এবং আহ্বান বলে যদি কিছু থাকে— তাহলে গত ৮ সেপ্টেম্বরের ঘটনাটাই আমাদের কাছে ‘২০২১’ সাল। সেদিন আমরা আহত হয়েছি। শাসক দলের একটি মিছিল থেকে পদ্মফুল শোভিত পতাকা হাতে নিয়ে আমাদের

সংবাদ ভবনকে আক্রমণ করা হয়েছে। কাচ গুড়ো গুড়ো হয়ে মাটিতে পড়েছে। আহত হয়েছেন এক সাংবাদিক ও একজন চিত্র সাংবাদিক। সেদিন মিছিলে শাসক দলের কয়েকজন উদ্ভ্রান্ত নেতা ও কর্মীরা মিলে প্রতিবাদী কলম পত্রিকার সম্পাদকের গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। পত্রিকা অফিসের ভেতর থেকে ড্রামে ড্রামে জ্বল এনে আগুন নেভানো হয় সেদিন। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

টাটার গায়ে কালি ছেটালো প্রগ্রেসিভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। টাটা গ্রুপ গোটা দেশে স্বচ্ছতা, প্রগতি, উন্নয়ন আর সেবা ধর্মের প্রতীক হিসেবে নিজদের বাণিজ্যের বিস্তৃতি ঘটিয়েছে। আজও টাটা গ্রুপের নাম গোটা দেশে সম্মানের সঙ্গে বলিতভাবে উচ্চারিত হয়। এহেন টাটা গ্রুপের একটি বাণিজ্যিক



সম্পূর্ণ হয়ে যায়। কালি পড়েছে টাটার গায়েও। ধলেশ্বর বিওসি সংলগ্ন স্থানে টাটার ছোট গাড়ি বিতরক সংস্থা প্রগ্রেসিভ মোটর্স-এর শো-রুম। আর এই শো-রুমের তিক সামনেই রয়েছে রাস্তার ডেন। প্রগ্রেসিভ কর্তৃপক্ষ ড্রেনের উপরে স্ল্যাব দিয়ে এমনভাবে শো-রুমের বিস্তৃতি ঘটিয়েছে যা কান করেও দেখ ফুট রাস্তার জায়গা দখল হয়ে গিয়েছে। এই শো-রুমের পাশের গলিতেই থাকেন মুখামন্ত্রী

● এরপর দুইয়ের পাতায়

হেজামারা ব্লকে রেগায় পুকুর চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। গ্রামের গরিব অংশের মানুষেরা যখন রোগার কাজের জন্য ঢাকসা চোখে তাকিয়ে থাকেন তখন তাদেরকে ফাঁকি দিয়ে আর্থিক ঘোঁটালায় নিজেদের জড়িয়ে ফেলেন পঞ্চায়েতের কমিটিয় সদস্য এবং সরকারি আধিকারিক। যে অর্থ অব্যয়িত থেকে যায় কিংবা ঘোঁটালায় জড়িয়ে ফেলা হয় সেই অর্থ যদি দরিদ্র মানুষদের কল্যাণে গ্রামীণ নিশ্চিত কর্মসংস্থান প্রকল্পে ব্যয় করা যেতো তাহলে রাজ্যে প্রায় মেরদুগুইন সোশ্যাল অডিট দফতর চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। আর এই খুঁড়িয়ে চলা সোশ্যাল অডিট দফতরের কাজকর্মের যে চিত্র সামনে এসেছে তা কার্যত হতচকিত হয়ে যাওয়ার মতো। পশ্চিম জেলায় শুধুমাত্র হেজামারা ব্লকের একশটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটিতে রোগার কাজে প্রায় তিন কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ সাত হাজার পঞ্চাশ টাকার আর্থিক বিচ্যুতি সামনে এসেছে। অভিযোগ, এই অর্থ যদি গরিবদের কল্যাণে ব্যয় করা যেতো

তাহলে রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রগতির সূচক অনেকটাই বৃদ্ধি পেতো। কিন্তু তা না হয়ে নেতারাই হেজামারা ব্লকের একশটি গ্রাম



রেকর্ড পতন

সোনার দামে

বাংলা ৫৮৬ কোটি

গুজরাট ১১৩৩



সেপ্তুরিয়নে কাঙ্ক্ষিত

জয় টিম ইন্ডিয়ায়

পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটিতেই ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন হয়। এতে ওই বছর তিন কোটি আটশ লক্ষ আটানব্বই হাজার সাতশত সত্তর টাকার বিচ্যুতি সামনে এসেছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে একশটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটিতে সোশ্যাল অডিটে বিচ্যুতি ধরা পড়ে সতের লক্ষ অষ্টাশি হাজার দুইশত আশি টাকার। ২০২০-২১ অর্থ বছরে কুড়ি হাজার টাকার বিচ্যুতি সামনে আসে। কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামোন্নয়ন দফতরের পোর্টাল থেকে এই রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে। জানা গেছে, পশ্চিম জেলার হেজামারা ব্লকে সোশ্যাল অডিটে এই বিচ্যুতি সামনে আসতেই রাজ্য সরকারের টনক নড়ে যায়। এবং এখনও পর্যন্ত এই বিচ্যুতি ধরা পড়ায় এবং সামনে আসায় আগামীদিনে কিভাবে কাজ করা হবে এবং সোশ্যাল অডিট ইউনিটে ধরা পড়া কেলেঙ্কারিকেই বা কিভাবে সামলানো হবে তাই এখন মস্তবড় প্রশ্ন। বর্তমান অর্থ বছরে হেজামারা ব্লকের কোনও পঞ্চায়েতেই এখনও পর্যন্ত সোশ্যাল অডিট করা হয়নি। তা ● এরপর দুইয়ের পাতায়

নিয়োগকে কেন্দ্র করে মল্লযুদ্ধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর।। টিএসআর বাহিনীতে নিয়োগকে কেন্দ্র করে ক্ষোভের আগুন যখন দাবানলের আকার নিচ্ছে ঠিক তখনই বেরিয়ে এলো অস্থায়ী নিয়োগ সংক্রান্ত আরও একটি মারাত্মক কেলেঙ্কারি। “নো ওয়ার্ক নো পে” ভিত্তিতে রাজ্যের ছাত্রাবাস যুক্ত বিদ্যালয়গুলিতে পাক, নৈশপ্রহরী এবং জল বাহক নিয়োগকে কেন্দ্র করে যাবতীয় নিয়মনীতি বিসর্জন দিয়ে দলতন্ত্র এবং কামাইতন্ত্রের এক বেনজির ইতিহাস রচনা করছে রাজ্যের নেতা-মন্ত্রীরা। এমন অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন মহল এমনকি শাসক দলের অভ্যন্তর থেকেও। গোটা রাজ্যেই এই কেলেঙ্কারি কাণ্ড ঘটে চলেছে। তবে তা কেলোর কীর্তি হয়ে ● এরপর দুইয়ের পাতায়

ভাঙা হবে কর্মচারী সংগঠনের বিন্ডিং!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। তুলসিবতী স্কুলের পাশে কর্মচারী ফেডারেশনের অফিস ঘর ভেঙে দেওয়ার প্রস্তুতি নিল প্রশাসন। বছরের শেষদিনে শুক্রবার ভোরেই কর্মচারীদের এই অফিসটি ভাঙতে সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে পুর নিগম এবং সদর মহকুমা প্রশাসন। বিধায়ক আশিস সাহা এর বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে একটি মামলাও করেছেন। বৃহস্পতিবার জরুরি ভিত্তিতে উচ্চ আদালতে এই মামলাটি করা হয়েছে। মামলার রিট পিটিশন নম্বর ৯৬১/২০২১। শুক্রবার বেলা সাড়ে ১০টায় বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্রের বেস্টে মামলাটির শুনানি হবে। ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে ছুটি চলছে। ছুটির মধ্যেই জরুরি ভিত্তিতে এই মামলাটির শুনানি হবে। ইতিমধ্যেই মামলাটি নিয়ে সরকার পক্ষের আইনজীবীদের কপি দেওয়া হয়েছে। মামলায় বিবাদী করা হয়েছে আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার এবং সদর মহকুমা প্রশাসনকে। জানা গেছে, বহু বছর ধরেই তুলসিবতী স্কুলের পাশে কর্মচারীদের সংগঠনের অফিসটিতে নানা রাজনৈতিক দলের নেতারা অনবরত আসা-যাওয়া করতো। বিধায়ক আশিস সাহা কংগ্রেস দলে থাকার সময় এই অফিসটি ছিল কংগ্রেস সমর্থিত কর্মচারীদের সংগঠন করার জায়গা। পরবর্তী সময়ে এই অফিসটি গড়ে উঠে তৃণমূল সমর্থিতদের অফিস হিসেবে। বিধায়ক আশিস সাহা যখন বিজেপিতে যোগ দেন তখন এই অফিসেরও রঙ বদলায়। অনেকের বক্তব্য অনুযায়ী, এই জায়গাটি বিধায়ক আশিস কুমার সাহার। পুর নিগম সুএর খবর, এই অফিসের জায়গাটি অধিগ্রহণ করতে ● এরপর দুইয়ের পাতায়

‘ডোন্ট থু স্টোনস লিভিং ইন এ গ্লাস হাউস’

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর পথ কতদূর? ৮ সেপ্টেম্বর মিছিলের নেতৃত্ব দিয়ে হাঁটছিলেন রাজপথে অন্যান্যদের সঙ্গী করে তারাই ইস্তি এবং ইশারায় মিছিল থেকেই প্রকাশ্যে দিবালোকে হামলা হয়ে যায় প্রতিবাদী কলম এবং পিবি-২৪’র দফতরে। নির্বিচারে ভাঙচুর করা হয়, সম্পাদকের গাড়িতে আগুন দেওয়া হয়। জনমন্ত্রী, বর্তমান শাসক দলের নয়নের মণি, দলের অপরিহার্য সম্পদ পাপিয়া দত্ত সেদিন কতটুকু যন্ত্রণাকাতর ছিলেন তা একমাত্র তিনি নিজেই বলতে পারেন। অথচ ঘটনার মুহূর্ত পর্যন্ত পাপিয়াদেবীর সঙ্গে এই সংবাদপত্র এবং সংবাদ চ্যানেলের সম্পর্ক ছিলো সুমিষ্ট এবং নির্বিড়। তারপরেও তিনি কেন

এই সংবাদমাধ্যমের উপর জিয়াংসা পোষণ করেছেন একমাত্র তিনি এবং তারাই বলতে পারেন। ৩০ ডিসেম্বর খোদ আগরতলা শহরে নেতৃত্ব দিয়ে হাঁটছিলেন রাজপথে অন্যান্যদের সঙ্গী করে তারাই ইস্তি এবং ইশারায় মিছিল থেকেই প্রকাশ্যে দিবালোকে হামলা হয়ে যায় প্রতিবাদী কলম এবং পিবি-২৪’র দফতরে। নির্বিচারে ভাঙচুর করা হয়, সম্পাদকের গাড়িতে আগুন দেওয়া হয়। জনমন্ত্রী, বর্তমান শাসক দলের নয়নের মণি, দলের অপরিহার্য সম্পদ পাপিয়া দত্ত সেদিন কতটুকু যন্ত্রণাকাতর ছিলেন তা একমাত্র তিনি নিজেই বলতে পারেন। অথচ ঘটনার মুহূর্ত পর্যন্ত পাপিয়াদেবীর সঙ্গে এই সংবাদপত্র এবং সংবাদ চ্যানেলের সম্পর্ক ছিলো সুমিষ্ট এবং নির্বিড়। তারপরেও তিনি কেন

আগরতলাতেই তার কর্মক্ষেত্র। এদিন প্রকাশ্যেই যে তিনজন তার উপর চড়াও হয়ে কিল, ঘৃসি ও লাথি মারলেন তাদের অন্যতম একজন নার দম্ভ। প্রশান্তবাবু নিজেই জানালেন তার নাম। নার দত্ত ওরফে নারায়ণ দত্ত আগরতলা পুরনিগমের সদস্য রত্না দত্ত’র স্বামী এবং শহুরে বিজেপির প্রভাবশালী নেতা। তবে পাপিয়াদেবীর গুরুত্বের তুলনায় তিনি নসি। ভাই মার খেলেন, থানায় গেলেন, কিন্তু পাপিয়াদেবীর মুখে কুলুপ। সামান্যতম দুঃখ প্রকাশ কিংবা হুক্মার পর্যন্ত নেই। ঠিক কি কারণে নিজের ভাইয়ের উপর আক্রমণের পরেও তিনি চুপ হয়ে রইলেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা দেখা দিয়েছে। অনেকেই বলছেন, ৮ সেপ্টেম্বরের যন্ত্রণা তিনি হয়তো অনুভব করেননি, বরং আনন্দিত ● এরপর দুইয়ের পাতায়



তার দলেরই নেতাদের হাতে গণধোলাই খেলেন পাপিয়াদেবীর ভাই প্রশান্ত দত্ত। প্রশান্তবাবু টিএনজিসিএল’র আধিকারিক এবং

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। গত আগস্ট মাসেই টেন্ডারটি ‘ক্লাজ’ হয়ে গেছে। ২৩ লক্ষ টাকার টেন্ডার ভ্যালুতে আগরতলা পুর নিগম গত ২৯ জুলাই একটি টেন্ডার প্রকাশ করে। তাতে বলা হয়, আগরতলা পুর নিগমের ৫০ এবং ৫১ নম্বর ওয়ার্ডে ১০, ১২, ২৪ এবং ৭০ ওয়ার্ডের এলইডি লাইট বসবে। প্রায় ৪ মাস অতিক্রান্ত। ওই টেন্ডারটির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে নিগম কর্তৃপক্ষ বৃহবারও কিছুই বলতে পারলেন না সংশ্লিষ্ট দুই আধিকারিক। এর চেয়েও বড় প্রশ্ন, বাম আমলে যখন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রকের সাহায্য নিয়ে বহু এলইডি শহরে লাগানো হয়েছে, তখন বর্তমানে ডাবল ইন্ডিন

বাম আমলে বিনামূল্যে ২০টি শহরে লক্ষাধিক এলইডি

সরকারের ক্ষেত্রে এলইডি বসানোর জন্য ২৩ লক্ষ টাকার টেন্ডার ভ্যালু বহন করবে? নিদুরকেরা ইতিহাস টেনে কথা বলা শুরু করেছেন এই

বায় হবে ওই অর্থ? নাকি আলাদাভাবে নিগম সেই ব্যয়ভার বহন করবে? নিদুরকেরা ইতিহাস টেনে কথা বলা শুরু করেছেন এই

An Initiative by Joyjit Saha

Big Books

THINK BIG

NURSERY | CBSE | TBSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

AGARTALA KOLKATA NEW DELHI GUWAHATI

পারুল প্রকাশনী

৯৭৭৭৪৪১৪২৯৮

৫৩ Shishu Uddyan Biplani Bitan A. K. Road Agartala 799001

সতর্ক হান্ডা: ‘পারুল’ নামের পরে প্রকাশনী দেখে ‘পারুল প্রকাশনী’-র বই কিনুন!

প্রসঙ্গে। ২০১৪ সাল। নভেম্বর মাস। সরকারের প্রতি মাসে প্রায় ২ কোটি টাকা বিদ্যুৎ বিলের খরচ বাঁচানোর লক্ষ্যে উদ্যোগটি গৃহীত হয়েছিল। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রথম এলইডি শহর হওয়ার ‘মোতাব’ পেয়েছিল শহর আগরতলা। শহরের প্রায় ৩০ হাজার স্ট্রিট লাইট তখন এলইডিতে রূপান্তরিত হওয়ার অনুমোদন পায়। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রকের তরফে ইইএসএল তদানীন্তন সরকারের প্রস্তাবটিকে গ্রহণ করে। সে সময় গ্রামোন্নয়ন দফতরের সচিব আণ্ডতোষ জিন্দাল গোটা বিষয়টিতে দেখভাল করেন। পরে ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে

এই প্রকল্প নিয়ে তদানীন্তন মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে শহরে ৩৫ হাজার এলইডি লাইট লাগানোর জন্য ২০ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছিলেন। শহরের প্রায় ২০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে প্রথমপর্বে প্রকল্পের কাজটি শেষ হয় তখন। তারপর ২০১৯ সাল। শুধুমাত্র শহর আগরতলা নয়, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রকের ইইএসএল রাজ্যের ১৯টি শহরে একই প্রকল্প জারি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তদানীন্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী মানিক দে ২০১৬ সালের ৭ ডিসেম্বর সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ওই প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত বলেছিলেন। সরকারকে তখন একটি পয়সাও খরচ ● এরপর দুইয়ের পাতায়

সোজা সার্প্টা গ্রুপ-ডি, সি

টিএসআর নিয়োগ কাণ্ডের পর রাজ্যের বিরাট অংশের বেকার ছেলে-মেয়েদের আশঙ্কা, রাজ্য সরকারের বহুচর্চিত গ্রুপ-ডি এবং গ্রুপ-সি চাকুরি হয়তো অনিদিষ্টকালের জন্য ঝুলে গেলো। টিএসআর নিয়োগ কাণ্ডে যেভাবে ‘টাকার খেলা’ হওয়ার অভিযোগে গোটা রাজ্যে শাসক দলের ভিত কাঁপছে তারপর গ্রুপ-ডি এবং গ্রুপ-সি চাকুরি না দলের এরাভ্যে অস্তিত্বই শেষ করে দেয়। টিএসআর নিয়োগ কাণ্ডে ‘টাকার খেলা’ যেভাবে এখন প্রকাশ্যে চলে এসেছে তারপর শাসক দলের নিশ্চয় বাম আমলে বা আগের জোট আমলে টাকা দিয়ে চাকুরির অভিযোগ তুলে পার পাবে না। তবে এক টিএসআর নিয়োগে রাজ্যে বেকারদের ক্ষোভ-বিক্ষোভের যে সুনামি শুরু হয়েছে তাতে আশঙ্কা, রাজ্য সরকারের গ্রুপ-ডি, গ্রুপ-সি চাকুরি হয়তো আপাতত স্থগিত হয়ে যাবে। যদিও কয়েকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে যে, গ্রুপ-ডি এবং গ্রুপ-সি চাকুরি যারা পাচ্ছেন তাদের নাম ঘোষণা হবে। কিন্তু এক টিএসআর নিয়োগ কাণ্ডে যা যা হচ্ছে তারপর রাজ্য সরকার বা শাসক দল হয়তো সাহস করবে না আপাতত গ্রুপ-ডি এবং গ্রুপ-সি চাকুরির তালিকা সামনে আনার। গ্রুপ-ডি ও গ্রুপ-সি চাকুরির ক্ষেত্রে যেভাবে ভিনরাজ্যের ছেলে-মেয়েদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে তাতে কিন্তু অনেক আশঙ্কা, অনেক অভিযোগ উঠছে। সেক্ষেত্রে যদি টাকার খেলাও যুক্ত হয় তাহলে তো হয়েছে গেলো। তাই টিএসআর-র চাকুরির ইস্যু দেখে গ্রুপ-ডি ও গ্রুপ-সি পদের জন্য চাকুরি আপাতত ঝুলে যাবে বলেই কিন্তু বেকার মহলের আশঙ্কা।

‘মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে’

● **প্রথম পাতার পর** সাংবাদিক এবং অসাংবাদিক কর্মীরা মিলে আগুন নিভিয়ে ছিলেন। সেই আগুন সেপ্টেম্বরের ৮ তারিখ আদতে নিভে যায়নি। সেই আগুনের ‘তাপ’ এখনও আমাদের দহন দেয়। দেবেও। ২০২১ সাল অন্য আরও অনেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ থাকবে। ২০২১ সালের আগস্ট মাসের ৭ তারিখ কোন এক অজানা কারণে রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় বৈদ্যতিন সংবাদ মাধ্যম পিবি২৪-এর সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। অবৈধভাবে বন্ধ করা সম্প্রচার আজও সদৃশুরের অপেক্ষায়। কোন্‌ রাষ্ট্রশক্তির বাধ্যবলে বা কেন? অপরাধে পিবি২৪-কে আজও ‘ফ্রিল্ড ব্ল্যাক্‌ আউট’ হয়ে থাকতে হচ্ছে, তার জবাব আমাদের কারোর কাছে নেই। আমরা নিশ্চিত, আপনারা যারা পাঠক এবং দর্শক, আপনাদের কাছেও নেই। শুধু এটুকু অনুভব করতে পারি আমরা, বা বলতে পারেন, আমাদের কাছে ২০২১ সাল মানে ‘অপহত শঙ্কা, অপগত সংশয়’। ২০২১ সাল মানে আমাদের কাছে ১৯শে নভেম্বর ১ বছর ১৩ দিন আন্দোলন করার পর দিল্লিতে কয়েক হাজার কৃষক নিজদের জয় হাঙ্গলি করেছিলেন দিল্লি। সারা দেশ কৃষকদের সঙ্গে এক দুর্বীর আনন্দশ্রজিতে মেতে উঠেছিল। আমরাও মেতেছিলাম। কোনও রাজনৈতিক ব্যাখ্যায় নয়, তবে এই দর্শনে যে, লক্ষ্যে অবিচল থেকে যে কোনও ‘যুদ্ধ’ জয় করা যায়। ৮ সেপ্টেম্বরের সমস্ত আখ্যাত আমরা ভুলতে চেয়েছি ১৯শে নভেম্বর তারিখটি থেকে। ভুলতে চাইনি, বলা ভাল, ১৯শে নভেম্বর তারিখটি থেকে আমরা পাঠ নিয়েছি। জীবনের পাঠ। কিভাবে হাজার হাজার মায়েরা নিজদের সন্তানদের ঘরে রেখে, দিল্লির রাজপথে কুয়াশার রাত কাটিয়েছেন, আমরা দেখেছি সবাই। আমরা দেখেছি, ঐকতান আর মৃত্যুঞ্জয় আশা যে কোনও জড়ত্বনাশাকে দূর করতে পারে। বন্ধন কতটা প্রাণচঞ্চল হয়, দেখেছি আমরা ১৯ নভেম্বর তারিখটিতে। ৮ তারিখ খানিকটা শঙ্কিত ছিলাম আমরা। এমন ভয়ঙ্কর আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু তখনও কৃষক আন্দোলনটি আমাদের সাহস জুগিয়ে গেছে। অবশেষে ২০২১ সালের ১৯ তারিখটি ছাপিয়ে গেছে ৮ সেপ্টেম্বরের সমস্ত কলঙ্ককে। ১৯ আমাদের দুচুচতো হতে সাহস জুগিয়েছে। নীরবে নিভুতে বলেছে, যোর তিমিরযন নিশীথেও আলোকধারায় বইতে পারে প্রেমগীতা। সামনে নতুন আরও একটি বছরের হাতছানি। জানি, আখ্যাত আসবে। এও জানি, তাকে প্রতিহত করার বিবেক-কৌশল আমাদের ত্যাগিত করবে। জানি, রাষ্ট্র ক্ষমতার চক্রান্ত জারি থাকবে। এও জানি— ‘জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা’/জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে!’ ২০২২ সালে হাজারে আরও বড় ধরনের শাসন ক্ষমতায় আমাদের কষ্ট রোধ করা হবে। কিন্তু আমরা জানি, সেদিনও আমরা জাগ্রত থাকবো, অবিচল থাকবো ‘মঙ্গল নতখননে অনিমেঘে’। ২০২১ সাল আমাদের আরও সাহসী করে দিয়ে গেলো। ৮ সেপ্টেম্বরের বিকেলের পর থেকে আমাদের কাছে ২০২১ সাল মানে, কবির ভাষায় ‘জগতে তুমি রাজা, অসীম প্রতাপ’ হতে পারে তোমার— কিন্তু আমাদের বিবেক ও হৃদয়ে তিনি দীনজয়। নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই আপনাদের সকলকে। আমাদের সকলকে মিলেমিশে ভাল থাকতে হবে। আমরা শুধু আপনাদের কাছে দায়বদ্ধ। আপনারা যারা পাঠক, আপনারাই আমাদের চালিকাশক্তি। আমাদের কাছে ৮ সেপ্টেম্বর আর ১৯ নভেম্বরের যোগসূত্র আপনরাই। মনে রাখবেন, কোনও লোকভয়, রাজভয় বা মৃত্যু ভয়কে আমরা পরোয়া করি না। আত্ম অবমান্নে ভয় পাই, এই যা। আমাদের প্রার্থনা শুধু একটাই। আমরা সকলে মিলে, আসুন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উচ্চারণ ধার করে বলি— ‘মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশ’/উদার আলোক-মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে’।

‘ডেন্ট থু স্টেনস লিভিং ইন এ গ্লাস হাউস’

● **প্রথম পাতার পর** হয়েছিলেন হয়তো-বা কিন্তু ৩০ ডিসেম্বরের ঘটনায় তিনি মৌখিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া না দিলেও সেটা নিশ্চিত ভাই যখন গণগণলাইনে খেদেছে তখন যন্ত্রণায় চটপট করছিলেন তিনি। কিন্তু এ নিয়ে কথা বলার মতো পরিহিতিতে ছিলেন না তিনি। এদিকে, তার ভাই হুস্টন দত্ত জার্নালিস্টে, টিএনজিসিএল-র তরফে নাক দপ্ত সহ তিনজনের নামে এফআইআর দায়ের করা হবে। পাশাপাশি এই ঘটনার বিচার চেয়ে তিনি খোদ মুখামন্ত্রীরা কাছেও যাবেন। তার বক্তব্য, বিগতদিনেও তিনি শহরে টিএনজিসিএল-র তরফে কাজ করেছিলেন। কিন্তু কোনওদিন তার উপর কোনও আঁচড় আসিনি। কিন্তু বিজেপি সরকারের আমলে কাজ করতে গিয়ে তাকে শুধু পথার মুখেই পেতে ফেরিয়ে, কিল্লি, সুসি ও লাথি খেতে হয়েছে। যা শহরে উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক মস্তমুড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি কোনও ইঞ্জিনিয়ারই আর শহরে এলাকায় কাজ করতে ভরসা পাবেন না। এত কিছুর পরেও পাপিয়ারদৌ চূপ। অনেকেই বলেছেন, পাপিয়ারদৌ হয়তো-বা ৮ সেপ্টেম্বরের সঙ্গে ৩০ ডিসেম্বরের দুরত্বকে কমিয়ে যন্ত্রণা মাপার চেষ্টা করেছে। সে জন্যই হয়তো-বা তিনি চূপ ছিলেন। ‘ডেন্ট থু স্টেনস লিভিং ইন এ গ্লাস হাউস’ এই ইংরেজি প্রবাদটি আজ সত্যে পরিণত হলো। বৃহস্পতিবার আগরতলায় সূর্যমোহনই এলাকায় বিজেপির কাউন্সিলর রত্না দত্তের স্বামী নারায়ণ দত্ত-সহ তিনজন মিলে বেধড়ক পিটিয়েছে টিএনজিসিএল’র ইঞ্জিনিয়ার প্রশান্ত দত্তকে। প্রশান্ত জানিয়েছেন, টিএনজিসিএল’র লাইনে মেরামতের কাজ চলছিল। এই কাজেই কয়েকজন বাধা দিচ্ছে জেনে ছুটে যায়। সেখানে যাওয়ার পরই নার্ক দত্ত-সহ কয়েকজন কাজ করতে বাধা দেয়। কাজের অনুমতি না নিয়ে কেনে কাজ করা হচ্ছে এই প্রশ্ন তুলেন। তিনি পরিস্কারভাবে জানিয়ে দেন, টিএনজিসিএল’র লাইনের মেরামতের কাজ করতে স্থানীয়দের অনুমতি লাগে না। সরকারি কাজে বাধা না দিতে তিনি আবেদন করেন। কিন্তু প্রথমে একজন কোন করে তাকে বিশি ভাষায় গালাগাল করে। এরপরই আচমকা এসে তিনজন মিলে তাকে মারধর করতে শুরু করে। নারায়ণ দত্ত মাথার পেছনে থার্ড দেয়। আরও দু’জন মিলে লাঠি এবং ঘুষি দিতে থাকে। নারায়ণ আগরতলা পুরনিগম ওয়ার্ডের ২০৭৭ ওয়ার্ডের পারিষদ রত্না দত্তের স্বামী।তিনি কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে যোগদানের পর কাউন্সিলরের টিকেট পেয়েছিলেন। কিন্তু দলের সম্পাদিকা পাপিয়া দত্তের ভাইকেই বেধড়ক পিটিতে থাকলেন না। সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ জমা পড়ছে নারায়ণ দত্ত-সহ তিনজনের বিরুদ্ধে। তখন এখন পর্যন্ত পশ্চিম থানার পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে সাহস দেখাতে পারেনি। একজন ইঞ্জিনিয়ারকে কর্মস্থলে এইভাবে মারধরের ঘটনায় শুধুমাত্র কাউন্সিলরের স্বামী হওয়ায় বেঁচে যাবেন তা নিয়ে অনেকের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছে। বিজেপির মধ্যে তাহলে সম্পাদক থেকে কাউন্সিলরের স্বামীর প্রভাব বেশি? এই ধরনের প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। ৮ সেপ্টেম্বর বিজেপির পুলিশ দলকে বদলে ভবনে আক্রমণ করা হয়। প্রতিবাদী প্রকাশ করে গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এই সব ঘটনার সময় মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পাপিয়া দত্ত। এই ধরনের প্রভাবশালী নেত্রীর ভাইকে প্রকাশ্যেই বেধড়ক পিটিয়ে দিলো কাউন্সিলরের স্বামী। এনিয়েই অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। লাঠি থাকলেই এখানে শক্তি থাকে। দলের পদ দিয়ে কেউ প্রভাব খাটিতে পারছেন না। অভিযোগ, রত্না দত্তের স্বামী নারায়ণ দত্ত মদ ব্যবসায় যুক্ত। স্থানীয়দের অভিযোগ রয়েছে, জীর নাম দিয়ে নারায়ণ নিজেই পুর পরিষদের কাজকর্ম দেখাশোনা করেন। এছাড়া বহু বেআইনি কাজে যুক্ত। বেআইনি কাজ টিকিয়ে রাখতেই স্ত্রী রত্নাকে বিজেপি দলে যোগদান করিয়েছিলেন। কোটি কোটি টাকার মালিক নারায়ণ সহজেই তার স্ত্রীকে কাউন্সিলরের টিকিট পাইয়ে দেয়। এখন কাউন্সিলরের স্বামীর গুণ্ডামিতে অতিষ্ঠ শাসক দলের নেতারা।

২ ওয়ার্ডে এলইডি’র টেন্ডার ভালু ২৩ লক্ষ

● **প্রথম পাতার পর** করতে হয়নি। ১৮ কোটি টাকা ব্যয় করে রাজ্যে ২৩টি শহরে এলইডি লাইট বসানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তথ্য যাঁটলে জানা যায়, শুধুমাত্র আগরতলা শহরে, প্রকল্পটি সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার পর, ৩৩ হাজার ৮১৬টি সোডিয়াম ভেপার এবং সিএফএল হালোজেন লাইটকে বদলে এলইডি লাইট বসানো হয়েছে। হায়দরাবাদ এবং বিজয়ওয়াড়র পরে সে সময় শহর আগরতলা ছিল তৃতীয়, যেখানে শহর জুড়ে এলইডি লাইট বসানো হয়। এ পর্যন্ত সবই ঠিক আছে। কিন্তু কথা হলো, দীর্ঘ বহু বছর তদানীন্তন বাম সরকার কেন্দ্রীয়মন্ত্রকের সহযোগিতা নিয়ে শহরে এলইডি বসানোর কাজ হাত দিয়েছিল। তখন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রক নানাভাবে রাজ্য সরকারকে কোটি কোটি টাকার অর্থ দিয়ে প্রকল্পটি রূপায়ণ করার জন্য সহযোগিতা করেন। এখন, ডাবল ইঞ্জিনের সরকার থাকার পরেও কি কারণে আগরতলা পুর নিগম কর্তৃপক্ষকে এলইডি লাইট লাগানোর জন্য টেন্ডার জারি করতে হয়, তা বোঝা মুশকিল। আগরতলা পুর নিগম গত কয়েক মাস আগে একটি টেন্ডার প্রকাশ করে। টেন্ডার ভালু প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা। এবছরের ২৯ জুলাই টেন্ডারটি উন্মুক্ত করা হয় এবং এ বছরের ১০ আগস্ট টেন্ডারটির শেষ তারিখ ছিল। শহর এলাকায় নতুন এলইডি লাইট বসানোর জন্য ওই টেন্ডারকে কি অবস্থান তা জানা যায়নি। জানা গেছে, ১০ থেকে ১২ ওয়ার্ড-২৪ ওয়ার্ড এবং ৭০ ওয়ার্ডের এলইডি আগরতলা পুর নিগমের ৫০ এবং ৫১নং ওয়ার্ডে লাগানো হবে বলেই উক্ত টেন্ডারটি প্রকাশ করে নিগম কর্তৃপক্ষ। শুধুমাত্র দুটো ওয়ার্ডের জন্য প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রকের তরফে কেনও প্রকল্প আর নেই এখন? নাকি স্মার্ট সিটির প্রকল্প যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, তা দিয়েই সরকার শহরের দুটো ওয়ার্ডে এলইডি বসাবে?

বাড়িতে হামলা

● **আটের পাতার পর** - জানান। হামলার কারণ হিসেবে বিজেপি নেতা জানান, টিএসআরের চাকরি নিয়ে রাতে চান্সামুড়াস্থিত দলীয় অফিস ভাঙচুর করা হয়েছিল। এরপরই হামলাকরীরা তার বাড়িতে ঢড়াও হয়। এখন পুলিশ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে সে দিকেই তাকিয়ে আছেন সবাই।

মৃত্যু ঘিরে রণক্ষেত্র

● **আটের পাতার পর** - পড়ে। পুলিশ এবং টিএসআর প্রচুর পরিমাণে মোতায়েন করা হয়। লেফুঙ্গা থানার ওসি কৃতিজয় রিয়াং সহ আরও কিছু পুলিশকর্মীকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। গভীর রাতে পরিস্থিতি সাময়িক নিয়ন্ত্রণে আসে বলে পুলিশের দাবি। এদিকে বিক্ষুব্ধ এক ব্যক্তির দাবি, লেফুছড়া চৌমুহনির কাছে প্রায়ই যান দুর্ঘটনা হয়। কিন্তু কখনই পুলিশ যান দুর্ঘটনা আটকাতে ব্যবস্থা নিতে পারেনি। স্থানীয় বাসিন্দা সন্তোষ দেববর্মী জানান, আমরা ঘটনার পর বাকি ট্রিপার গাড়িগুলি আটকেছি। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে খুনি চালককে গ্রেফতার করা হোক। দেরি করে দমকলের ইঞ্জিন আসায়ও ফোন্ডের কথা জানিয়েছেন তিনি।

১০৩২৩ শিক্ষকের

● **আটের পাতার পর** - হারানোর পর থেকে এমনিতেই ১০৩২৩ শিক্ষকদের পরিবারগুলির অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। এর মধ্যেই আক্রান্ত হচ্ছেন এই শিক্ষকরা। কয়েকদিন আগেই সিমনার্য চাকরিচ্যুত শিক্ষক অনুপ ওরাকে খুন করে কুয়োতে ফেলে দেওয়া হয়। পুরানিচনের আগেও রাজ্যে কয়েকজন চাকরিচ্যুত শিক্ষক আক্রান্ত হয়েছেন। এসব আক্রমণের ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ১০৩২৩। সংগঠনের পক্ষে কমল দেব জানিয়েছেন, এই ধরনের পরিস্থিতি চলতে থাকলে গোটা রাজ্যে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

উঠলো এডিনগর

● **সাতের পাতার পর** হয়ে রাফল দেবনাথ ১৩ রানে ৫টি উইকেট তুলে নেয়। এদিকে, আগামী ২ জানুয়ারি সুপার সিল্প-র খেলা শুরু হবে। প্রথমদিনি পিপিএজি-তে এনএসআরসিসি বনাম এডিনগর, নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে চান্সামুড়া বনাম ক্রিকেট অনুরাগী এবং নিপকো মাঠে মডার্ন সিএ বনাম জিবি পঙ্গ্পরের মুখোমুখি হবে। রাউন্ডরবীন পদ্ধতিতে সুপার সি-র ছয়টি দল পরস্পরের মুখোমুখি হবে। প্রথম দুইয়ে থাকা দুইটি দল আগামী ৭ জানুয়ারি নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে ফাইনালে মুখোমুখি হবে।

টিম ইন্ডিয়ায়

● **সাতের পাতার পর** কাজে এল না ব্যাটম্যান একক লড়াই। ৩০৫ রানের লক্ষ্য সামনে রেখে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেছিলেন এলগাররা। তবে গতকাল স্কোরবোর্ডে ১০০ রানে না পৌঁছেতেই চার উইকেট খুইয়ে বসে প্রোটিজা বাহিনী। আর এদিন সান্সি-সিরাজের দাপটই এক কাল্ব্রিত জয়। তবে প্রথম টেস্ট জিতলেও ভারতীয় শিবিরকে চিন্তায় রাখবে ব্যাটিং লাইন আপ। মায়াক্স আগরওয়াল ও কেপ্টেন রাফল ছাড়া সেভাবে ভরসা জোগাতে পারেননি কেউ। অভিজ্ঞ পূজারা ও রাহানেও নজর কাড়তে ব্যর্থ। আর বিরাট কোহলির কথা তো আপাতত যত কম বলা যায়, তত ভাল। ২০২০-র মতো ২০২১ সালটাও সেফুরিহীন ভাবে শেষ করলেও ত ভারত আবার শঙ্ক ফলে গ্যাস্টেন হিসেবে সিরিজ জয়ের পথে একধাপ এগালেও তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

৩ জানুয়ারি জ্যোনেসবার্গে শুরু দ্বিতীয় টেস্ট। সেই ম্যাচ জিতলেই প্রথমদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা কয়ে প্রোটিয়াহিনীকে হারানোর নজির গড়বে কোহলি অ্যান্ড কোং। চলতি বছরের শুরুতে গাকার্য জিতেছিল ভারত। সেফুরিয়নে জিতে বছর শেষ করল ভারতীয় দল।

ভাগ্যবতী কাউন্সিলর

● **তিনের পাতার পর** দশক বাবং বিরোধী বাম্ভা বনক করে গোটা একটা প্রজন্মকে ধ্বংস করে দেওয়া পরিবারগুলির বহু যোগ্য দাবী বঞ্চিত হওয়ার কথা রয়েছে। ১০ দ্বিতীয় পদ, না চাকুরি কিছুই পেলো না। আর এখন থেকেই ক্ষোভের জন্ম।

নাজেহাল জনগণ

● **পাচের পাতার পর** চালকরা প্রতিনিয়ত নিজেরদের খুশিমন কাজ করছেন। অর্থাৎ তারা যত্রতত্র যাবতহন নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। সেই কারনইই নাগরিকদের প্রতিদিন নাজেহাল হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ।

প্রবীণদের তৃতীয় ডোজ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।।
যাট বা যাদের যাট পেরিয়ে গেছে, তাদের ডাক্তারদের সার্টিফিকেট দেখাতে হবে না, কোমর্বিটিউট থাকা যাটোর্ধ্‌ ব্যক্তিদের নতুন বছরে জানুয়ারি ১০ থেকে দেওয়া হবে কোভিডের আরও এক ডোজ। তাকে বলা হচ্ছে, প্রিকসন ডোজ। দেশে এখন প্রায় ১৩ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষের বয়স প্রায় ৬০-এর বেশি। আর এই সকল মানুষগুলি সকলেই পেতে পারেন বৃস্টার ডোজ। দ্বিতীয় ডোজের পর

উত্তরপ্রদেশ-সহ নানা জায়গায় ভোট। ভোটের কাজে যারা থাকবেন, তাদেরও দেওয়া হবে। দেশে পনের থেকে আঠারো বয়সীদেরও টিকা দেওয়া শুরু হচ্ছে আগামী মাসেই। গুমিক্রন নামের করোনা ভাইরাসের একটি স্ট্রেনের দাপট ছড়িয়ে পড়েছে। দেশে রোজই বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। এই রকম অবস্থায় টিকাই হয়ে উঠতে পারে

টটার গায়ে কালি ছেটালো প্রগ্রেসিভ

● **প্রথম পাতার পর** মণ্ডলের নেতা মধুমদল সিনহা, বেণু সিনহা’রা। অভিযোগ, টাটা মোটর্স-র বিতরক প্রগ্রেসিভ কর্তৃপক্ষ মণ্ডলের নেতাদেরকে এমনভাবে প্রসাদ খাইয়ে দিয়েছেন যে তারা মুখ ফুটে প্রতিবাদটুকু করতে পারছেন না। প্রগ্রেসিভ-র জোর নাকি এতটাই বেশি, অবিলম্বে এই জবরদখল হয়ে যাওয়া রাস্তার জয়গা উদ্ধার করার জন্যে খোদ মুখামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছেন স্থানীয় মানুষেরা। তাদের অভিযোগ, মধুমদল সিনহা’রা প্রসাদের ঢেকুর তুলতে থাকায় তারা এনিয়ে কোনও কথা বলবেন না। কিন্তু প্রকাশ্যে স্থানীয় মানুষেরাও এর প্রতিবাদ জানাতে পারছেন না। এ জায়গা ঘটনায় প্রগ্রেসিভ-র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি উঠেছে।

নিয়োগকে কেন্দ্র করে মল্লযুদ্ধ

● **প্রথম পাতার পর** প্রকাশ্যে এসেছে কমলপুর মহকুমার মানিকভাভারে। স্থানীয়ভাবে কোন বিজ্ঞাপন বা নোটিশ না দিয়ে, যোগ্যতার মান যাচাই না করে এমনকী বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং পরিচালন সমিতির মতামত না নিয়ে বলা যায় সকলকে অন্ধকারে রেখে হরচন্ড স্থলে পাচক, নৈশপ্রহরী এবং জল বাহক নিয়োগের কথা প্রকাশ্যে আসতেই শাসক দলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে শুরু হয়ে যায় মল্লযুদ্ধ। বৃহস্পতিবার বিকাল থেকে রাত অবধি দফায় দফায় চলছে মারপিট। মন্ত্রীগোষ্ঠী এবং মন্ত্রী বিরোধী গোষ্ঠির মধ্যে হওয়া এই লড়াইয়ের তাপ গিয়ে পৌঁছেছে কমলপুর থানা অবধি। এদিন মন্ত্রীগোষ্ঠির উপর তার স্বদলীয় বিরোধী গোষ্ঠী অনেক বেশি অরি পড়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। আর তাই মন্ত্রী বাহিনীর প্রতিশোধের আগুনে গুজুবারও মানিকভাভার বাজারে উত্তেজনা বিরাজ করেছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ১৪ ডিসেম্বর রাজ্যের মধ্যািক্ষা অধিকর্তা একটি নোটিশ ইস্যু দ্বারা রাজ্যের মধ্যে কিছু ছাত্রাবাস যুক্ত বিদ্যালয়ে পাচক, নৈশপ্রহরী এবং জল বাহক মিলিয়ে মোট ২৩৮ জন নিয়োগের নির্দেশ দেয়। দৈনিক ২৩৮ টাকা হাজিরা সেই সাথে নো ওয়ার্ক নো পে নীতিতে হবে নিয়োগ। এই নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা, পূর্ব অভিজ্ঞতা, শারীরিক যোগ্যতা ইত্যাদির যাচাই করা কঠিন হবে এবং নিয়োগ কোন্‌ পদ্ধতিতে হবে তার বিস্তারিত নোটিশেই উল্লেখ করে দেন অধিকর্তা চাঁদনী চন্দ্রা। কিন্তু রাজ্যের নেতা-মন্ত্রীরা কাজে অধিকর্তার নির্দেশিকাকে পদললিত করে নিজদের পছন্দের লোক চুকিয়ে দিচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে। দেখা যাচ্ছে, যে ব্যক্তি জীবনে কোন দিন এক কাপ চা বানায়নি তাকে চুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে শিশুদের প্যাক হিসাবে। নোটিশে সবগুলি পদ পুরুষদের জন্য বলা হলেও মহিলাদেরকেও নৈশপ্রহরীর কাজে লাগিয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। যেমন হরচন্ড স্থলে বাইক বাহিনীর পাভা তাগানের স্ত্রী এবং অনুপ সেন নামক এক যুবককে নিয়োগ দাওয়া ছড়িয়ে পড়েছে। আর এই তথ্য বাইরে আসতেই এলাকায় কার্যত দক্ষযজ্ঞ। এখন দেখার বিষয় হল মন্ত্রী কিভাবে তা সামাল দেন।

১৭ দিন ধরে নিখোঁজ বধূ

● **আটের পাতার পর** - থানায় জিডি এন্ট্রি করেন। এরপর পরিবারের পক্ষ থেকে আত্মীয়স্বজনদের সাথে যোগাযোগ করেও যন্নমস্তী দেববর্মার কোন খোঁজ না পেয়ে ১৭ ডিসেম্বর দিলীপ দেববর্মী কৈলাসহর মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। কিন্তু লিখিত অভিযোগ করার ১৭ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কৈলাসহর মহিলা থানা যন্নমস্তী দেববর্মাকে খুঁজে বের করার জন্য কৈলা ধরনীর ভূমিকা না নেওয়ার বৃহস্পতিবার দিলীপ দেববর্মী কৈলাসহর মহিলা থানায় এসে মহিলা থানার ভূমিকা নিয়ে প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দেন। দিলীপ দেববর্মী জানান, তার এক ছেলে এবং এক মেয়ে আছে। মায়ের জন্য ছেলেমেয়েরা বাড়িতে কান্নাকাটি করছে। তিনি ভীষণ চিন্তায় রয়েছেন। এভাবে দুই সন্তানের জন্যই নিখোঁজ হবার ১৭ দিন অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ায় মহিলা এডিসি ডিলেজ-সহ গোটা মহকুমায় চাফেলা ছড়িয়ে পড়েছে। আর পাশাপাশি কৈলাসহর মহিলা থানার ভূমিকা নিয়েও সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

মৃত ব্যক্তির নামে চুরির গাড়ি রেজিস্ট্রেশন

● **আটের পাতার পর** - পূর্ব থানায় মামলা হলেও পুলিশ চুরির গাড়ি উদ্ধার করে দিতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে আমরা খবর পাই, এই গাড়িটি পানিসাগরের বীরজিং সিনহা নামে এক মৃত ব্যক্তির নামে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। পরিবহণ দফতর থেকেই এই রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। খোঁজ নিয়ে পরে জানা যায় বীরজিং সিনহা অনেক আগেই মারা গেছেন। অতচ পরিবহণ দফতরেই মৃত ব্যক্তির নামে কিভাবে গাড়ি রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয় তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শহরবাসীরাও। পরবর্তী সময়ে গাড়ির মালিকানা হয় বাবাই এবং প্রণব পোদ্দারের নামে। সূর্যমোহনীর বাসিন্দা প্রণব গাড়িটি আড়াই লক্ষ টাকায় মেরি দেববর্মী নামে একজনের কাছ বিক্রি করে। গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বরও বদলে নেওয়া হয়। সীতারাম সাহানি এদিন স্ট্যান্ডের কাছেই তার গাড়িটি দেখতে পান। তিনি সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য গাড়ি চালকদেরও খবর দেন। গাড়িটি নিয়ে এসেছিলেন চালক। খবর পেয়ে ছুটে যায় পুলিশও। গাড়ির মালিক দাবি করে মেরি দেববর্মারও ছুটে আসেন। তিনি জানান, আমরা প্রণব পোদ্দার থেকে আড়াই লক্ষ টাকা গাড়িটি কিনেছিলাম। সন্তায় পেয়েছি তাই কিনেছি। কেনার আগে গাড়ির মালিকানা সব কাগজই দেখিয়েছিলেন প্রণব। সব নিয়ম মেয়েই পরিবহণ দফতরও যুক্ত তা পরিষ্কার। সীতারাম সাহানির বক্তব্য পরিবহণ দফতরের কেউ নিশ্চয়ই যুক্ত আছে এই চুরি কাণ্ডে। তা না হলে একজন এমনভিআই কিভাবে গাড়ির মালিকানা বদলের কাগজে স্বাক্ষর করে। আসল মালিক না দেখে কখনোই রেজিস্ট্রেশন বদল হয় না। এই ঘটনায় তিনি তদন্তের দাবি তুলেছেন। যদিও ত্রিপুরা পুলিশ এখন পর্যন্ত এই ঘটনায় পরিবহণ দফতরে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় ডেকে আনেনি। চুরির গাড়ি রেজিস্ট্রেশন করা একটি চক্র রাজ্য তৈরি হয়েছে। এই চক্রটি আসাম এবং অন্য রাজ্যের সঙ্গেও যুক্ত বলে অভিযোগ। কিন্তু বড় এই চক্রের বিরুদ্ধে থানা পুলিশ তদন্তে বেশি দূর এগুতে পারছে না। দ্রুত ক্রাইম ব্রাঞ্চের মতো সংস্থাকে এই চুরি কাণ্ডে তদন্ত দেওয়ার দাবি উঠেছে। রাজ্য থেকে প্রচুর বাইক এবং গাড়ি চুরি হয়। এগুলি আবার রাজ্যেই রেজিস্ট্রেশন বদলে অন্য এলাকায় বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এই কাণ্ডে দ্রুত পুলিশের হস্তক্ষেপের দাবিও উঠেছে।

পুলিশকে হারিয়ে সেমি-তে বীরেন্দ্র ক্লাব

● **সাতের পাতার পর** ক্লাব দ্বিতীয়ার্ধের ৯ মিনিটে ফের গোল করার সুযোগ পেয়েছিল। লালনুন-র থেকে বল পেয়ে মেনিন্দীর হালাম-র সামনে গোল করার সুযোগ এসেছিল। কিন্তু বার্থ হয় মেনিন্দীর। এরপরই সম্ভবত বীরেন্দ্র ক্লাব কিছুটা আত্মচুষ্ট হয়ে উঠে। বিনোদ কিশোর জমাতিয়া, ব্রিকম কিশোর জমাতিয়া এবং কেভিন ডার্লং-রা মাঝমাঝে কিছুটা জমি দখল করতে এসেছেন। কয়েকবার আক্রমণ যাওয়ার চেষ্টা করে তারা। তবে বীরেন্দ্র ক্লাবের ডিফেন্স এদিন বেশে নিভরতা দিল। ৩৭ মিনিটে বাদল দেববর্মী ফ্রি কিক থেকে একটি গোল করে ব্যবধান কমায়। শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে ম্যাচে জয়লাভ করে বীরেন্দ্র ক্লাব। রেফারি সত্যজিৎ দেবরায় পুলিশের ব্রিকম কিশোর-কে হালু না গোল দেকি দিয়েছে। এদিকে, ম্যাচ জিতে সন্তুষ্ট বীরেন্দ্র কোচ সুজিত ঘোষ। তবে দলের খেলায় পুরোপুরি হুমি নন। অবশ্য এক্ষেত্রে ফুটবলারদের দোষও দিলেন না। কারণ সমস্ত ফুটবলারদের নিয়ে একদিনও অনুশীলন করতে পারেননি। তার বিশ্বাস, পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়াতে পারলে এই দলটা আরও ভালো খেলবে। পুলিশের অধিকাংশ ফুটবলারই বয়স্ক। অন্যদিকে, বীরেন্দ্র তাল্লশ্য নিভর। এই বিষয়টা এদিনের মতো ফ্যান্স্ট্র হারিয়েছে বলে জানিয়েছেন। বীরেন্দ্র ক্লাবের গতিস তার পান্না দিতে পারেনি পুলিশ বাহিনী। অন্যদিকে, পুলিশের কোচ সন্দীপ দাস রক্ষণে অনুপ এমএল-র না থাকটাকেই পরাজয়ের কারণ হিসাবে দেখছেন। তার মতে, অনুপ না থাকাতো গোটা রক্ষণভাগই নড়বড়ে ছিল। তারপরও দ্বিতীয়ার্ধে দল কিছুটা ভালো খেলেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

বঞ্চিত বেকারদের পুলিশের লাঠি

● **চারের পাতার পর** দিয়ে তদন্তের দাবি তুলেছেন। এদিন সন্ধ্যায় আগরতলা থেকে ফিরে বিলোনিয়া রেলস্টেশনেও টিএসআর-এ বঞ্চিত বেকাররা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। এদিকে, টিএসআর চাকরি নিয়ে রাজ্যে নজিরবিহীন দুর্নীতি হয়েছে বলে দাবি করেছে সিআইটিইউ। সংগঠন এই ঘটনায় উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের দাবি তুলেছেন। দলের দাবি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ২২০০’র উপর লোক নিয়োগের কথা বলেছিলেন টিএসআর-এ। কিন্তু নিয়োগ করা হয়েছে ১ হাজার ৪৪৩জনের। চুরির কারণে কোন নিয়োগে করা হয়নি। এই ঘটনায় তদন্তের দাবি তোলা হয়েছে। অন্যদিকে, বিজেপির রাজ্য কার্যালয়ে মুখপাত্র নবেন্দ্ৰ ভট্টাচার্য টিএসআর নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি জানান, সিপিএম’র আমলে গাড়িাতে যারা থাকতেন তাহরোই চাকরি হতো। শক্তিমবসে এখনও এমন হচ্ছে। বিজেপির কোনও কার্যকর্তা যিনি দলের আদর্শে বিশ্বাস করেন তিনি কখনোই চাকরি দেওয়ার জন্য টিকা দেনেন না। বিরোধীদের বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিও মানতে নারাজ নবেন্দ্ৰ। তিনি বলেন, বিজেপি দেশের জন্য রাজনীতি করে। এখানে ব্যক্তিগত লাভের বিষয় নেই। যদি কেউ চাকরির জন্য বিজেপি করতে যান তাহলে ভুল হবে। নির্বাচনেও আগেই এই কথা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছিল।

ধীরে ধীরে গোষ্ঠী সংক্রমণের দিকে এগোচ্ছে ওমিক্রন

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর।।
দিল্লির এমন ব্যক্তিরাও করোনার ওমিক্রন রূপে আক্রান্ত হচ্ছেন যারা সম্প্রতি কোথাও ভ্রমণ করেননি। অর্থাৎ ধীরে ধীরে ওমিক্রন গোষ্ঠী সংক্রমণের দিকে এগোচ্ছে। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানানলেন দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন। জৈন আরও বলেন যে, রাজধানীতে গত একদিনে ১১৫টি নমুনার মধ্যে ৪৬টিতে ওমিক্রন রূপের দেখা মিলেছে। দিল্লিতে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা সর্বাধিক। এখনও পর্যন্ত দিল্লিতে মোট ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা ২৬০। ভারতে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত ১৩,১৫৪। একইসঙ্গে দেশে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮২,৪০২।মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪,৮০,৮৬০। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দিল্লিতে ২৬৩ এবং মহারাষ্ট্রে ২৫২ জন ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন।

রেগায় পুকুর চুরি

● **প্রথম পাতার পর** করা হলে আরও কত বড় ঘটোলা সামনে আসবে তা বলাই বাহুল্য।

সংগঠনের বলিষ্ঠ!

● **প্রথম পাতার পর** চাইছে সরকার। জায়গাটি নিয়ে বিতর্কে সরেছে। এরই প্রস্তুতি হিসেবে গুজুবার ত্বোরে প্রশাসনের তরফে বুলেডোজার চালিয়ে অফিস বিল্ডিংটি ভাঙার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে, অফিসটি বাঁচাতে সম্ভবত আশিস কুমার সিংহা উচ্চ আদালতে মামলা করলেই ভিত্তিতে অংশগ্রহণ করবেন। গুজুবার একমাত্র এই মামলাটির জন্যই একটি বৈধ বসবে। তবে মামলা শুনারি শুরুর আগেই অফিস বিল্ডিংটি ভেঙে ফেলতে প্রস্তুতি নিয়ে ফেলোয়ে পুর নিগম এবং সরর মহকুমা প্রশাসন বলে গুঞ্জন রয়েছে। সূর্যভট্টার আগেই গুজবরার ভেঙে ফেলা হতে পারে তুলসিবতী স্থুলের পাশের কর্মচারী সংগঠনের দাবি। বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত এরই প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে পুর নিগমে। বিরাগ একে খবর ঠের পেয়েই সম্ভবত জরুরি ভিত্তিতে মামলাটি করিয়েছেন।

রিপোর্ট অন্যজনকে

● **আটের পাতার পর** - তিনি রিপোর্ট নিয়ে বাড়িতে চলে যান। এমনকী তার সেই রিপোর্ট দেখে চিকিৎসক ওষুধও লিখে দেন। রত্না চক্রবর্তী সেই ওষুধ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে তিনি অভিযোগ করেন। পরবর্তী সময় তার ছেলে এক্সরে রিপোর্টে দেখতে পান সেখানে অন্য আর একজনের নাম লেখা। এই সেই রিপোর্ট নিয়ে রত্না চক্রবর্তী এবং তার পরিবারের সদস্যরা জেলা হাসপাতালে ছুটে আসেন। তারা বিষয়টি নিয়ে হাসপাতাল সুপারের সাথে দেখা করেন। জানা গেছে, হাসপাতাল সুপার ঘটনা জানতে পেরে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। প্রশ্ন উঠছে, যদি ভুল ওষুধে রত্না চক্রবর্তীর, শারীরিক অবস্থায় আরও অবনতি ঘটতো তাহলে এর দায়ভার কে নিতেন?

বেঙ্গল টাইগার

● **ছয়ের পাতার পর** বেশি বলে মনে করেন বাঘ সংরক্ষণের সঙ্গে জড়িত বন বিভাগের এক কর্মী। তার কথায়, “দুর্গম, গভীর জঙ্গলে প্রাকৃতিক কারণে কোনও বাঘের মৃত্যু হলে

নতুন প্রচেষ্টার মাধ্যমে সংস্কৃতির মেলবন্ধন গড়ে তোলা সরকারের লক্ষ্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর ।। বৈচিত্র্যের মধ্যে একা আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্য যা পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষকে মহান করে তুলেছে। বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, খাদ্য, ভাষা, পরিধান, রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র আমাদের বিশাল দেশ ভারতবর্ষ। বৃহস্পতিবার লক্ষ্মা মুড়াহিত আলপনা গ্রামের সুরেন্দ্রনাথ দেবনাথ স্মৃতি কমিউনিটি হলে উত্তর-পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কেন্দ্রীয় সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় এবং রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নতুন চিন্তাভাবনা নিয়ে আলপনা গ্রামকে আগামীদিনে শিল্প গ্রামে পরিণত করার জন্য এবং গ্রামের মহিলাদের মেধাকে পুঁজি করে তাদের শিক্ষকলাকে তুলে ধরে আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার অগ্রণী ভূমিকা নেবে।

তিনি বলেন, বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত শিল্পীদের নৃত্য ও সংস্কৃতি জানতে হবে এবং নিজের সংস্কৃতিকে অন্য রাজ্যের সামনে তুলে ধরতে হবে। সরকারের মূল লক্ষ্যই হলো তথাকথিত গন্ডি থেকে এবং পুরানো

উন্নয়নের ছোঁয়া ও গতি আনা যায় এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়েও উন্নয়ন করা যায় তারজন্য সরকার অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। অনুষ্ঠানে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান ও ভাষার আদান প্রদান ঘটানো। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সংস্কৃতিকে একই মালায় গেঁথে রাখাই হচ্ছে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মূল লক্ষ্য। বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস বলেন, অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, ঝাড়খন্ড, মণিপুর, ওড়িশা থেকে আগত শিল্পীদের সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের মাধ্যমে শুধু সংহতিই সৃসূচ হবে না আমাদের রাজ্যকে সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে গৌরবান্বিত করবে। অনুষ্ঠানে মেয়র পারিষদ জগদীশ দাশ, কাউন্সিলার মিত্রারণী দাস, কাউন্সিলার মিঠন দাস বৈষ্ণব ও উত্তর -পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সদস্য সূরত চক্রবর্তীও বক্তব্য রাখেন। উক্ত অনুষ্ঠানে কাউন্সিলার ভাস্বতী দেববর্মী, সুপর্ণা দেবনাথ সহ অন্যান্য অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আসাম, মণিপুর, ওড়িশা, অরুণাচল প্রদেশ, ঝাড়খন্ড এবং ত্রিপুরার আলপনা গ্রামের শিল্পীগণ তাদের নিজ নিজ রাজ্যের সাংস্কৃতিক নৃত্যকলা পরিবেশন করেন।



চিন্তাভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন প্রচেষ্টার মাধ্যমে সংস্কৃতির মেলবন্ধন গড়ে তোলা। সারা রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় ভারত কো জানো ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অনুষ্ঠান চলছে। এছাড়া সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে যাতে আরও

আজাদি কা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে সারা দেশব্যাপী বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হচ্ছে যার উদ্দেশ্যই হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা ও জাতীয়তাবোধকে সামনে রেখে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক তৈরি করে

আক্রান্ত বাড়ছে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর ।। রাজ্য করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। পশ্চিম জেলার পর আক্রান্তের সংখ্যা বেশি বাড়ছে খোয়াই জেলাতে। বৃহস্পতিবার মিডিয়া বুলেটিনে স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে ২৪ ঘণ্টায় খোয়াই জেলায় ৮জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছে। পশ্চিম জেলার তুরাগায় দ্বিগুণ আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে এই জেলায়। ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে ১৫জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। প্রত্যেকদিন পজিটিভ রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে রাজ্যে। এনিয়ে এখন পর্যন্ত সরকারি তরফে নাইট কারফিউ অথবা অন্য কোমও নির্দেশিকা জারি করা হবে কিনা তা নিয়ে কোনও বক্তব্য নেই। যদিও ১ জানুয়ারি থেকে আবারও মাস্ক বা মুখে আচ্ছাদন বাধ্যতামূলক করছে প্রশাসন। গত তিহদিনেই রাজ্যে ৫১জন নতুন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। সংখ্যক আবার বেড়ে যাচ্ছে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮২জনে। রাজ্যের সঙ্গে দেশেও লাফিয়ে বাড়ছে করোনা পজিটিভ রোগী। তাই ওমিক্রন আতঙ্কে বড় শহরগুলিতে আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৩ হাজার ১৫৪জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। গত কয়েকদিনে এটাই সবচেয়ে বেশি। এই সময়ে মারা গেছেন ২৮৬জন আক্রান্ত রোগী। নতুন বছর শুরু হওয়ার আগেই আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া নিয়ে চিন্তিত স্বাস্থ্য কর্মীরাও। আগে থেকে করোনার তৃতীয় ঢেউ মোকাবিলায় প্রস্তুতি নেওয়ারও দাবি উঠেছে।

ফের উত্তরের দায়িত্বে অমিতাভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩০ ডিসেম্বর ।। সিপিআইএম উত্তর জেলা কমিটির সম্পাদক হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন অমিতাভ দত্ত। ধর্মনগরে দলের জেলা কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় জেলা সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য মানিক দে, রাজ্য কমিটির সদস্য রাধাচরণ দেববর্মী প্রমুখ। সম্মেলনে নতুন করে জেলা কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটির সদস্যরা রাধাচরণ দেববর্মী প্রমুখ। সম্মেলনে নতুন করে জেলা কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটির সদস্যরা পুনরায় অমিতাভ দত্তকে জেলা কমিটির সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। শ্রেণি একায়ে আরও শক্তিশালী করে সুদৃঢ় পাটি গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রেমিকের বাড়িতে যুবতির রহস্য মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩০ ডিসেম্বর।। বাড়ি থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে পালিয়ে এসে গত ৫ মাস ধরে প্রেমিকের বাড়িতে বসবাস করছিলেন ১৯ বছরের এলিনা দেববর্মী। প্রেমিকের বাড়িতেই শেষ পর্যন্ত তার রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। জানা গেছে, প্রেমিক বিজয় দেববর্মার সাথে শ্বশ্রুই তার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কি কারণে এই মৃত্যুর ঘটনা তা এখনও

স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। বিশালগড় ব্রজপুর আমতলি এডিসি ভিলেজ এলাকায় বিজয় দেববর্মার বাড়ি। সেখানেই এলিনা দেববর্মার ঝুলন্ত মৃদেহ উদ্ধার হয়। বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে যুবতির মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেন। এলাকা সূত্রে খবর ঘটনাটি অস্বাভ্য হতে পারে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত কিছুই স্পষ্ট

করে বলা যাচ্ছে না। গত ৫ মাস আগে বিজয় দেববর্মাকে এলাকাবাসে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে এলিনা। বিজয়ের পরিবারের লোকজন তাকে গ্রহণ করলেও এলিনার পরিবারের সদস্যরা তার সাথে যোগাযোগ রাখেনি বলে অভিযোগ। পরে নাকি তারা বিয়ের বিষয়টি মেনে নিয়েছিলেন। বিজয় কোনো কাজকর্ম করেন না বলে তার পরিবারে এ নিয়ে অনেক ঝামেলা

চলতে থাকে। বিজয়ের কাজকর্ম না করার বিষয়টি নিয়ে এলিনাকে অনেক কথা শুনতে হয়। এখন প্রশ্ন উঠছে সেই কারণেই কি এলিনার মৃত্যু হয়েছে? এখন পুলিশ যদি সঠিকভাবে ঘটনার তদন্ত করে, তাহলে রহস্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মাঝাা নিয়ে ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। এলিনার মৃতদেহ রাখা হয়েছে বিশালগড় হাসপাতালের মর্গে।

ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে রাজ্যপালের শুভেচ্ছা

প্রেসরিলিজ, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর ।। রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্থ ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি বলেন, ‘আমি আশা করছি নতুন বছর আমাদের রাজ্যে আশা এবং সুখ নিয়ে আসবে। নতুন বছর ২০২২ সবাই উদ্যমের সঙ্গে পালন করবেন এবং সারা বিশ্ব পুরোপুরি কোভিড মুক্ত হবে। আমি আশা করি নতুন বছর সবার আশা পূরণ করবে। আমি সবার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি কোভিড-১৯ মহামারি থেকে নিজদের রক্ষা করার জন্য আমরা যেন সতর্কতা অবলম্বন করে উৎসব পালন করি।

এডিসি’র শুভেচ্ছা

প্রেস রিলিজ, খুমলুঙ, ৩০ ডিসেম্বর ।। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মী ২০২২ নববর্ষ উপলক্ষে রাজ্যবাসীর সুখসমৃদ্ধি কামনা করে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। আগামী নতুন বর্ষে এক্কের মাধ্যমে শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রেখে উন্নয়ন কাজ অব্যাহত থাকবে বলে শ্রীদেববর্মী শুভেচ্ছা বার্তায় আশা ব্যক্ত করেন। এদিকে এ উপলক্ষে মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূর্নচন্দ্র জমাতিয়া পৃথক বার্তায় রাজ্যবাসীর সুখসমৃদ্ধি কামনা আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। একের মাধ্যমে শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রেখে সকলের সহযোগিতায় এডিসির সার্বিক কল্যাণ হবে বলে শ্রীজমাতিয়া শুভেচ্ছা বার্তায় আশা ব্যক্ত করেন।

নিহতদের শ্রদ্ধা জ্ঞপন
প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মোহনপুর, ৩০ ডিসেম্বর।। ১৯৯৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর মোহনপুরের জগৎপুর এলাকায় ট্রেপসহীদের বোমা হামলায় প্রাণ হারিয়েছিলেন হরি দেববর্মী, কৃষ্ণ দেববর্মী, নির্মল দেববর্মী এবং সঞ্জিত দেববর্মী। বৃহস্পতিবার ছিল তাদের ২২তম প্রয়াণ দিবস। এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে ইহুত্ব ত্রিপ্রা ফেডারেশনের হেজমারা ব্লক কমিটি। এদিন সকালে সংগঠনের কর্মীরা হেজমারার বড় কাঁঠাল বাজারে প্রয়াতদের স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন। কর্মসূচিতে অংশ নেন সিমরান বিধায়ক বৃষকেন্ত্র দেববর্মী, এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্মী, সালমান দেববর্মী প্রমুখ।

নিখোঁজ মা ও মেয়ে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলপুর, ৩০ ডিসেম্বর।। একসাথে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেলেন মা এবং মেয়ে। কমলপুর থানাধীন হালখলিগ্রামের কিশোর চন্দ্র শীল পুলিশের কাছে তার স্ত্রী এবং মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। তিনি জানান, গত ২৫ ডিসেম্বর সকাল ৬টা নাগাদ তার স্ত্রী এবং মেয়ে নিজ বাড়ি থেকে কোথাও চলে যান। অনেক খোঁজখুঁজির পরও তাদের হদিশ মেলেনি। পাড়া, প্রতিবেশী, আত্মীয় পরিজন সবার সাথেই যোগাযোগ করা হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত চিনু রানি শীল এবং তার মেয়ে অর্পিতা শীলের হদিশ মেলেনি। মেয়েটির বয়স ১০ বছর। কিশোর রঞ্জন শীল পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছেন মা ও মেয়াকে যেন দ্রুত খোঁজে বের করা হয়।

কংগ্রেসের প্রশিক্ষণ শিবির

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলাপপুর, ৩০ ডিসেম্বর।। জেলা ভিত্তিক দুদিনের প্রশিক্ষণ শিবির ঘিরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত কল্যাণপুর কংগ্রেস ভবনে। ১৮ এবং ১৯ জানুয়ারি খোয়াইয়ে কংগ্রেসের জেলা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে। শিবিরকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য এই দিনের সভায় আলোচনা হয়েছে। সভায় জেলা সভাপতি বিক্রম কুমার সিনহা, তরুণী দেববর্মী, প্রদীপ রায়, রাখাল তফদার উপস্থিত ছিলেন। ৬টি ব্লক থেকে ১৫ জন করে কংগ্রেস কর্মী প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেবেন।

এক মাসব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৩০ ডিসেম্বর।। ডম্বুরনগর আইসিডিএস প্রজেক্ট এবং এডিসি প্রশাসনের উদ্যোগে এক মাসব্যাপী চেরাই সাকহাম অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে বৃহস্পতিবার। এদিনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এডিসির কার্যনির্বাহী সদস্য রাজেশ ত্রিপুরা, সিডিপিও দীপক লাল সাহা, মঙ্গল রাণ্ডল, নকলজয় রিয়াজ প্রমুখ। এক মাসব্যাপী কর্মসূচিতে ৬০ জন মা এবং অগুপ্তজিনিত রোগে আক্রান্ত শিশুদের সেখানে রেখে পুষ্টির খাদ্য দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে তাদের চিকিৎসা করানো হয়।

টিএসআর’র পর বুমেরাং এসপিও নিয়োগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। টিএসআর বাহিনীতে নিয়োগ নিয়ে রাজ্যজুড়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভ, ঘৃস দিয়েও তালিকায় নাম না থাকা নিয়ে গরম পরিস্থিতিতেই এসপিও নিয়োগ নিয়ে আরও একদফা বিক্ষোভ তৈরি হয়েছে। মনু খানা এলাকায় ৩০ জন এবং সাক্রম খানা এলাকায় ২৫ জন স্পেশাল পোলিস অফিসার (এসপিও) হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন বলে তালিকা বের হয়েছে। তালিকা বের হতেই বিজেপি ক্যাডার ও সিকি-আধুলি নেতাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। সাক্রমের বিধায়ক শঙ্কর রায়’র ভাড়াবাড়িতে সন্ধ্যার পর বিজেপি’র কিছু কর্মী-সমর্থক এসে চিংকার-চঁচামেচি করেছেন বলে অভিযোগ। গত ২২ ডিসেম্বর এসপিও’র জন্য থানার মারফত পাঠানো নামের তালিকা বের কাগজপত্র নেওয়া হয়েছিল। সকালে তালিকা বের হওয়ার পরেই অসন্তোষের বাতাস ছড়িয়ে পড়ে। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের অভিযোগ যে সাক্রম মহকুমাতে ৫৫ জনের নামের তালিকা বের হয়েছে অনলাইনে, তাদের অধিকাংশই নাকি বিরোধী পরিবারের। সাক্রম মহকুমাতে মনুবাজার ও সাক্রম থানার অধীনে মোট ৩১ জন টিএসআর’র চাকরির জন্য নির্বাচিত হয়েছে। অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে, সাক্রমের বিধায়ক তথা বিজেপি দলের জেলা সভাপতি নিজের ক্ষমতার বল দেখিয়ে নিজের মর্জিমার্কি নামলিস্ট তৈরি করেছেন। অনেকেই অভিযোগ, নামের তালিকা তৈরিতে পর্দার পেছনে খেলা হয়েছে। এসপিও নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে আবেদন আহ্বান করা হয়েছিল। ইন্টারভিউ হয়ে যাওয়ার পর সেসব বাতিল হয়ে যায়। বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল গত বছরে, বাতিল হয় এই বছরে। তারপর আবার মেমোরেন্ডাম বের হয় যে থানা থেকে এলাকার যুবকদের নাম পাঠানো হবে। সেই নাম ধাপে ধাপে পুলিশের উপরের দিকে যাবে, এবং শেষে নামের তালিকা দেখে ডেকে পাঠানো হবে পাসোনাল ইন্টারভিউ’র জন্য। এই খবরটি একমাত্র কলমের শক্তি ইংরেজি কাগজে বের হয়েছিল। কোনও বিজ্ঞাপন ছাড়া, আবেদন পত্র আহ্বান না করে এরকমভাবে থানার মাধ্যমে নাম চেয়ে নিয়ে এসপিও নিয়োগ বা যেকোনও সরকারি দফতরেই নিয়োগের কথা আগে কখনও শোনা যায়নি। অভিযোগ উঠেছিল, বিমানসভা নির্বাচনের আগে শাসক দল নিজেরপের সুবিধামত নিয়োগ করার জন্য এরকম করেছে, যুবকারা বেকারত্ব নিয়ে প্রকাশ্যে যেন আন্দোলনে না যান, তার জন্যও এই টোপ দেওয়া বলে অভিযোগ উঠেছিল। বিষয়টি শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তা আর জানা যায়নি।

পাখির চোখ ২০২৩, প্রস্তুতি শুরু আমবাসা বিজেপির

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ৩০ ডিসেম্বর ।।২০২৩ কে পাখির চোখ করে এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিল আমবাসার বিজেপি নেতৃত্ব। দলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক পরিমল দেববর্মার নেতৃত্বে এখন থেকেই সংগঠনের দুর্বলতর জায়গাগুলি চিহ্নিত করে তা দ্রুত মেরামতের পথেই হাঁটছে দল। ফলে আমবাসার মূল সংগঠন এবং শাখা সংগঠনগুলিতে বড়সড় পরিবর্তন আসন্ন। সদ্য সমাপ্ত পুর নির্বাচনে আমবাসা পুর পরিষদ দখলে এলেও সার্বিক কল্যাফল সহ তৃণমূলের উত্থানের কথা মাথায় রেখেই সংগঠনে পরিবর্তন আনা হচ্ছে বলে দলের একটি সূত্রে জানা গেছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে মন্ডল সভাপতি পদে। গত ২৯ ডিসেম্বর আমবাসা পিডব্লিওডি গেষ্ট হাউসে আয়োজিত হয় ধলাই ফেলা কমিটির একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক। এই বৈঠকে আলোচ্যসূচিতে ৪ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর সফর এবং ১১ ডিসেম্বর জে পি নম্বার মহাকাব্যকারী বৈঠকে অংশ গ্রহণ এবং সফল করার প্রয়োজিত থাকলেও আলোচনা হয় সংগঠনের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও। এই বৈঠকে বিধায়ক পরিমল দেববর্মী ছাড়াও জেলা কমিটির প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিল। সেখানে দলের নেতাদের নির্দেশ দিয়ে পরিমল বাবু বলেন, যে যে এলাকায় বিরোধীদের এখানে শক্ত ভিত রয়েছে সেই সব এলাকায় বাড়তি নজর দিয়ে বিরোধী সমর্থকদের গেল্লয়া শিবিরে শামিল করতে হবে। বিধায়কের এই নির্দেশের ফল পাওয়া গেলো ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই। যে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি পরাজিত হয়েছে সেই ওয়ার্ডেই বৃহস্পতিবার যোগদান করা করল শাসক দল। দলের কর্মী তপন রত্নপালের বাড়িতে আয়োজিত ঐ যোগদান সভায় মোট ১২ জন ভোটার সিপিআইএম ত্যাগ করে বিজেপি দলে যোগদান করে। যোগদানকারীদের হাতে গেল্লয়া পতাকা তুলে দিয়ে জেলা সম্পাদক আশিস ভট্টাচার্য। উভয় নেতাই বলেন, ২০২৩ ই এখন উন্নানের এক এবং একমাত্র লক্ষ্য। আমবাসাকে নিজেদের দখলে রাখার পাশাপাশি ২০১৮ এর ন্যায় ২০২৩ এ ধলাই জেলায় ফলাফল উন্নানের পক্ষে ছয় - শূন্য করার লক্ষ্যেই উন্নানের রাজনৈতিক লড়াই আরো তীব্র হবে।

নবজাতকের মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চুৰাইবাড়ি / কদমতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। সামাজিক অবক্ষয়ের একের পর এক দৃষ্টান্ত উঠে আসছে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে। বৃহস্পতিবার দুপুরে চুৰাইবাড়ি সেল ট্যান্ড গেট এলাকায় এক নবজাতকের মৃতদেহ উদ্ধারের পর ফের একবার চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় লোকজন পরিত্যক্ত জায়গায় পুলিশন ব্যাগে শিশুর মৃতদেহ দেখে আঁতকে উঠেন তাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে চুৰাইবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার করে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য। জানা গেছে, মৃত শিশুটি ছেলে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে ওই শিশুটির জন্ম হয়েছে

অসমের মাকুন্দা হাসপাতালে। কারণ, শিশুর শরীরে ওই হাসপাতালের স্টিকার লাগানো আছে। তবে এখনও জানা যায়নি



শিশুর পরিচয় কি? প্রশ্ন উঠছে কিভাবে ওই শিশুটিকে পরিত্যক্ত জায়গায় ফেলা হয়েছে? স্থানীয়দের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে শিশুর মৃত্যুর পরই তাকে

পরিত্যক্ত জায়গায় ফেলা হয়েছে? নাকি তাকে হত্যা করে সেখানে ফেলেছিল পরিজনরা? পুলিশ আছেন সঠিকভাবে ঘটনার তদন্ত করলে অবশ্যই সত্যতা বেরিয়ে আসার কথা। যেহেতু, শিশুটির জন্মস্থান শনাক্ত করা গেছে, তাই শিশুর পরিচয় বের করা পততা কঠিন হবে না বলে মনে করছেন সবাই।

বাইক বাহিনীর রোযানলে এসএফআই’র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর ।। কমলপুরের যুব সর্দার সূরত’র বাইক বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা পেল না বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এসএফআই এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানও। ছাত্র

সংগঠনটির ৫১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে নির্মিত অস্থায়ী শহিদ বেদি সহ যাবতীয় সাজসজ্জা ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ছাত্রনেতা ও কর্মীদের চরম পরিণতির জন্য তৈরি থাকার হুমকি দিয়েছে বাইক বাহিনীর পাক্‌তারা। এমনটাই অভিযোগ কমলপুরের বাম নেতৃত্বের। অভিযোগের বিবরণে বাম নেতৃত্ব জানায়, বৃহস্পতিবার ছিল এসএফ আই এর ৫১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। এ বছর কমলপুর মহকুমার অধীনে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের মরাছড়া বাজারে সিপিআইএম দলীয়

কার্যালয়ের সামনে। সকাল নয়টা থেকে আয়োজিত এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে তিন কিমি দূরবর্তী কমলপুর শহর থেকেও বেশ কয়েকজন নেতা-কর্মী অংশগ্রহণ করে। যার খবর পৌঁছে যায় কমলপুরের বাম নির্বাচনে জনপ্রতিনিধি তথা যুব সর্দার সূরত’র নেতৃত্বাধীন বাইক বাহিনীর কাছে। দুপুর থেকেই শুরু অংশগ্রহণকারী ছাত্র নেতাদের হুমকি প্রদান, সেই সাথে বেলা তিনটা নাগাদ কমলপুর শহর থেকে বাইক বাহিনী গিয়ে অনুষ্ঠানস্থল গুঁড়িয়ে দিয়ে আসে। তারা বাজারে বাইক বাহিনীর তাণ্ডব চলেলেও টু শব্দটি করার সাহস ছিল না কারো।

জানা অজানা

রেডিও

শব্দটি যেভাবে পেলাম

রেডিও শব্দটি এখন বেতারযন্ত্রের জন্যই বেশি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইংরেজি এই রেডিও শব্দের উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ রেডিয়াস থেকে, যার মূল অর্থ চাকার স্পোক বা আলোর রশ্মি বিকিরণ রেখা। অর্থাৎ রশ্মির সঙ্গে সম্পর্ক বোঝাতে এই শব্দ ব্যবহৃত হতো। আবার এই শব্দ থেকেই বৃত্তের রেডিয়াস বা ব্যাসার্ধ শব্দটির উৎপত্তি। যোগাযোগের ক্ষেত্রে ১৮৮১ সালে ফরাসি বিজ্ঞানী আর্নেস্ট মারকারডিয়ারের পরামর্শে প্রথম রেডিওফোন শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন টেলিফোনের উদ্ভাবক আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল। ‘বিচ্ছুরিত শব্দ’ বোঝাতে রেডিওফোন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল সেবার।

১৮৬৫ সালে বিদ্যুৎচুম্বক বিষয়ক ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছিল। এতে বিদ্যুৎচুম্বকীয় তরঙ্গের বেগ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েলের এই

নতুন কিছু

আলাদাভাবে

চিহ্নিত করা সহ

নানা কারণেই

নাম দিতে হয়।

বিজ্ঞান আর

প্রযুক্তির

ক্ষেত্রেও কথ্যটি

সত্য। এসব

নামের

পেছনেও

লুকিয়ে থাকে

মজার ইতিহাস।

ভবিষ্যদ্বাণী ১৮৭৯ সালে প্রমাণ করেছিলেন হেনরিক হার্জ। এরপর বিদ্যুৎচুম্বকীয় এই বিকিরণকে ডাকা হতে লাগল হার্জিয়ান তরঙ্গ। আর এই তরঙ্গ ব্যবহার করে যোগাযোগ করাকে বলা হতো ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফি। এর এক দশক পর রেডিও শব্দটিকে



সংযোজক অব্যয় হিসেবে প্রথম ব্যবহার করেন ফরাসি পদার্থবিদ এডুয়ার্ড ব্রানলি। রেডিও সংকেত শনাক্ত করতে একটি যন্ত্র বানিয়েছিলেন, যার নাম রেডিও শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। সেই থেকেই পত্রপত্রিকা ও সাধারণ জনগণের মধ্যে রেডিও শব্দটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ক্রমেই রেডিও রিসিভার ছোট হয়ে যন্ত্রটির নাম রেডিও হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষায় রেডিও রিসিভার যন্ত্রটির জন্য বেতার শব্দটিই বেশি জনপ্রিয়। আর এ শব্দ ওয়্যারলেস টেলিফোন থেকে এসেছে বলে গণ্য করা হয়।

ওয়্যারলেস শব্দটিই বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল। ইউরোপে ১৮৯০ দশকের মাঝামাঝি ব্যবহারযোগ্য রেডিও প্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্র উদ্ভাবিত হয়। এতে হার্জিয়ান তরঙ্গ (আসলে রেডিও তরঙ্গ) ব্যবহার করা হয়েছিল। সেই থেকে হার্জিয়ান তরঙ্গকে বলা হয়েছিল রেডিও ওয়েব বা রেডিও তরঙ্গ (বাংলায়



বেতারতরঙ্গ)। বিদ্যুৎ—চুম্বকীয় বর্ণালি রেখায় সর্বোচ্চ ৩০০ গিগাহার্জ থেকে ৩০ হার্জ পর্যন্ত কম্পাঙ্কবিশিষ্ট তরঙ্গকে বলা হয় রেডিও তরঙ্গ। এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কয়েক সেন্টিমিটার থেকে শুরু করে কয়েক মিটার বা কয়েক কিলোমিটার লম্বা হতে পারে। ২০ শতকের একেবারের শুরুর দিকে রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে কথা পাঠানো এবং তা গ্রহণের ক্ষেত্রে সামান্য সফলতা পাওয়া গিয়েছিল। তখনো একে ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফি বা তারবিহীন দূরবার্তা নামেই ডাকা হতো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সীমিত পরিসরে সামরিক যোগাযোগে রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করা শুরু হয়। এ সময় অনেকেই রেডিও রিসিভারের নামের আজব এক যন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়। তবে ১৯২১ সালের পত্রপত্রিকায়ও রেডিওকে

রেকর্ড পতন সোনায় কমল ৯,০০০ টাকা

মুম্বাই, ৩০ ডিসেম্বর। নতুন বছর শুরুর আগে এক ধাক্কায় পড়ল সোনার দাম। বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি ১০ গ্রামে ভারতীয় মুদ্রার হিসেবে প্রায় ৯,০০০ টাকা করে দাম কমেছে সোনার। গত ছ'বছরে এই প্রথম এক ধাক্কায় এতটা দাম কমল। আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশেও সোনার দাম প্রায় ০.৪ শতাংশ পড়ে যায় বৃহস্পতিবার। প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম দাঁড়ায় ৪৭ হাজার ৮৫০ টাকা। দাম কমার কারণে উৎসবের এই মরসুমে সোনা কেনার ভাল সময় বলেও মনে করছেন বাজার বিশেষজ্ঞদের একাংশ। সোনার পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক এবং দেশের বাজারে



রূপোর দামও পড়ে যায়। করোনা ভাইরাসের ওমিক্রন রূপের সংক্রমণ ঘিরে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ এবং শেয়ার বাজারের পতনের প্রভাব সোনা-রূপোর বাজারে পড়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞেরা। পাশাপাশি, আমেরিকায় ফেডারেল

ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক কিছু পদক্ষেপকেও এর কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। সে দেশেও বৃহস্পতিবার সোনা-রূপোর দাম কমেছে অনেকটাই। প্রসঙ্গত, নভেম্বরের গোড়াতেও সোনার দামে দু'দফায় পতন ঘটেছিল।

বিতর্কের মধ্যেই নাগাল্যান্ডে ফের ৬ মাসের জন্য বাড়ানো হল আফস্পা

কোহিমা, ৩০ ডিসেম্বর। নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর সেনার গুলিবর্ষণের ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি। এই বিতর্কের মধ্যেই নাগাল্যান্ডে ফের মোয়াদ বাড়ানো হল দ্য আর্মড ফোর্সেস (স্পেশাল) পাওয়ার্স অ্যাক্ট বা আফস্পা-র। গত ৪ ডিসেম্বর সেনার গুলিতে নিহত হন ৬ জন গ্রামবাসী। তার পরই উত্তাল হয়ে ওঠে নাগাল্যান্ড। একটি পিক আপ ভ্রামে চেপে আট জন নিজেদের গ্রামে ফিরছিলেন। প্রতি সপ্তাহেই রবিবার পরিবারের সঙ্গে কাটিয়ে সেমবার ফের খনির কাজে যোগ দেন তারা। প্যারা কমান্ডোদের কাছে খবর ছিল, অরুণাচলের দিক

থেকে জঙ্গিরা নাগাল্যান্ডে ঢুকবে। ওটিং গ্রামের কাছে খনিমজুরদের গাড়ি আসতে দেখেই কমান্ডোরা গুলি চালাতে থাকেন। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ৬ জনের। বিক্ষোভ এবং সংঘর্ষের জেরে মৃত্যু হয়েছিল এক জওয়ানেরও। সেই ঘটনার পর থেকেই আফস্পা তোলার দাবি জোরালো হতে শুরু করে রাজ্যে। গত ২০ ডিসেম্বর সর্বসম্মতিক্রমে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি বিশেষ করে নাগাল্যান্ড থেকে আফস্পা তুলে নেওয়ার প্রস্তাব পাশ হয় রাজ্য বিধানসভায়। একই সঙ্গে, আফস্পা তোলা সম্ভব কি না তা খতিয়ে দেখার জন্য শীর্ষ আমলা বিবেক জোশীর

নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। গুলিকাণ্ডের ঘটনার তদন্তের জন্য রাজ্যের বিশেষ তদন্তকারী দলকেও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠছে, ফের আফস্পা-র মোয়াদ বৃদ্ধিতে তদন্ত থমকে যাবে না তো?প্রতি ছ'মাস অন্তর আফস্পা-র মোয়াদ বৃদ্ধি করা হয় নাগাল্যান্ডে। ‘উপদ্রত’ হিসেবে চিহ্নিত অঞ্চলগুলিতে সেনাকে অত্যধিক ক্ষমতা দেওয়া হয়। যা “আফস্পা” নামে পরিচিত। সেই অঞ্চলে বিনা বাধায় অভিযান চালাতে পারে সেনা। কেন্দ্রের অনুমোদন ছাড়া কোনও ঘটনার জন্য সেনার বিরুদ্ধে কেউ ব্যবস্থা নিতে পারে না।



নৌকা থেকে নামছে হোগলা। গঙ্গাসাগর মেলার দর্শনার্থীদের জন্য ছাউনি বানানো হবে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার গঙ্গাসাগর থেকে তোলা বৃহস্পতিবারের ছবি।

দু’মাস পর ১৩ হাজার ছাড়ালো সংক্রমণ

দেশে এখন সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৮২ হাজার ৪০২ জন

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর।। প্রায় দু’মাস পর ফের ১৩ হাজারের ঘরে পৌঁছে গেল দেশের দৈনিক কোভিড হাজার ১৫৪ জন। বুধবার তা ছাড়িয়েছিলো ৯ হাজারের গণ্ডি। রাজ্যগুলিতে সংক্রমণ বৃদ্ধির জেরেই দেশের দৈনিক আক্রান্ত বাড়ল গত দু’দিনে। সেই সঙ্গে দেশে বাড়ছে করোনা ভাইরাসের নতুন রূপ ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যাও। দেশে ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন ৯৬১ জন। দিল্লি এবং মহারাষ্ট্রে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা সব থেকে বেশি। দিল্লিতে ২৬৩ জন এবং মহারাষ্ট্রে ২৫২ জন আক্রান্ত হয়েছেন করোনা ভাইরাসের এই নতুন রূপে। ওমিক্রন আক্রান্তের নিরিখে ক্রমান্বয়ে রয়েছে গুজরাট (৯৭), রাজস্থান (৬৯), কেরল (৬৫), তেলেঙ্গানা (৬২), তামিলনাড়ু (৪৫), কর্ণাটক (৩৪), অন্ধ্রপ্রদেশ (১৬), হরিয়ানা (১২) এবং পশ্চিমবঙ্গ (১১)। যদিও ৯৬১ জনের মধ্যে ৩২০

জন ওমিক্রন আক্রান্ত ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ডিসেম্বর মাস ধরেই মহারাষ্ট্রে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা থাকছিল এক হাজারের কম। গত কয়েক দিনে তা বেড়ে বৃহস্পতিবার পৌঁছে গিয়েছে ৩ হাজার ৯০০তে। সংক্রমণ ঠেকাতে মুম্বইয়ে জারি করা হয়েছে ১৪৪ ঘণ্টা। কেবলে অবশ্য আড়াই থেকে তিন হাজারের মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে আক্রান্তের সংখ্যা। তবে দিল্লিতে সংক্রমণ বৃদ্ধি উদ্বেগ বাড়িয়েছে। ডিসেম্বরের শুরুতে রাজধানীতে ১০০’র নীচে ছিল দৈনিক সংক্রমণ। এ সপ্তাহের শুরুতে তা ১০০ ছাড়িয়েছিল। গত ২৪ ঘণ্টায় দিল্লিতে আক্রান্ত হয়েছেন ৯২৩ জন। পশ্চিমবঙ্গেও দৈনিক সংক্রমণ ফের এক হাজার ছাড়িয়েছে। গুজরাটে তা বেড়ে হয়েছে ৫৪৮, কর্ণাটকে ৫৬৬, তামিলনাড়ুতে ৭৩৯। দেশে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি ফের উল্লেখ দিচ্ছে তৃতীয় ঢেউয়ের সত্তাবনা। আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তেই ফের বাড়তে শুরু করেছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা।

জানুয়ারি ১২৬টি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর।। দেশে চলতি বছরে নানা কারণে মারা গিয়েছে ১২৬টি বাঘ। কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা ‘জাতীয় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ’ (এনটিসিএ) বৃহস্পতিবার এই পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়েছে, গত এক দশকে বাঘের বার্ষিক মৃত্যুর রেকর্ড গড়েছে ২০২১। সরকারি পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, চোরাসিকার, সড়ক দুর্ঘটনা, লোকালয়ে ঢুকে পড়ে গণপট্টনিত মৃত্যু, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো নানা কারণের বলি হয়েছে জাতীয় পশু। এর মধ্যে চোরাসিকারদের গুলি, ফাঁদ এবং বিষে মৃত্যু হয়েছে ৬০টি বাঘের। চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১২ সাল থেকে ভারতে বাঘের সংখ্যা এবং মৃত্যু সংক্রান্ত বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করে এনটিসিএ। তা থেকে জানা যাচ্ছে, ২০১৬ সালে ভারতে ১২১টি মৃত্যু হয়েছিল। এত দিন পর্যন্ত সেটিই ছিল সর্বোচ্চ। ২০২১ সালে বাঘের মৃত্যুতে শীর্ষে রয়েছে দেশের টাইগার স্টেট মধ্যপ্রদেশ। গত ১২ মাসে ওই রাজ্য হারিয়েছে ৪১টি বাঘ। এ ছাড়া মহারাষ্ট্রে ২৫, কর্ণাটকে ১৫ এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে ৯টি মৃত্যুর খবর নথিভুক্ত হয়েছে। গত এক বছরে দেশে বাঘের মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যাটি আরও

জঙ্গল হারাল ১২৬টি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

নির্ধারিত সময়েই ভোট উত্তরপ্রদেশে সায় সব দলের

লখনউ, ৩০ ডিসেম্বর।। ভোট পিছাচ্ছে না উত্তরপ্রদেশে। নির্ধারিত সময়েই তা হবে বলে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে জানানলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুশীল চন্দ্র। তিনি বলেন, “সবক’টি দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। তাঁরা আমাদের জানিয়েছে কোভিডবিধি মেনে নির্ধারিত সময়েই ভোট করানো হোক।” মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানিয়েছেন, ৮০ বছরের উপর্ধে, শারীরিকভাবে অক্ষম এবং কোভিডে আক্রান্ত ব্যক্তির বাড়াি থেকেই ভোট দিতে পারবেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, প্রতিটি বুথে ভিডিপ্যাটের ব্যবস্থা থাকবে। নির্বাচনের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এক লক্ষ বুথে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে। বৈঠকে ভোটের প্রচার নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। কোভিডবিধি ভেঙে যাতে কোনও রকম প্রচার বা সভা না চলে সে দিকেও নজর রাখার জন্য কমিশনকে আর্জি জানিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন, “সব দলের কথা আমরা শুনছি। তারা যে বিষয়গুলি তুলে ধরেছে, সেগুলি নিয়েও ভাবনাচিন্তা চলছে। কোনও ভোটার যেন ভোট দান থেকে বিরত না থাকেন সে দিকটাও আমরা দেখছি।” আগামী ৫ জানুয়ারির মধ্যে ভোটারদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে বলেও জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। একই সঙ্গে এ বার ভোট দেওয়ার সময়ও এক ঘণ্টা বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। সকাল ৮টা থেকে ভোট শুরু হবে। চলবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। আগামী বছরে উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন। দেশে ফের কোভিড সংক্রমণ বাড়তে শুরু করায় এ রকম পরিস্থিতিতে রাজ্যে ভোট করানো উচিত না কি উচিত নয় তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। কিন্তু ভোট পিছানোর পক্ষে রাজি ছিল না কোনও দলই। বিষয়টি ঠিক করতে সর্বদলীয় বৈঠক করে নির্বাচন কমিশন। সেখানোই সব ক’টি দল নির্ধারিত সময়েই ভোট করানোর পক্ষে সায় দেয়। উত্তরপ্রদেশে ভোট নিয়ে উত্তেজনার পারদ চড়ছে। এই রাজ্যের ভোটার দিকে তাকিয়ে গোটো দেশ। যোগী সরকার থাকবে, নাকি ক্ষমতার পরিবর্তন হবে তা নিয়ে জোর চর্চা চলছে। বিশেষ করে কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে যোগী আদিত্যনাথ সরকারের ভূমিকা প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ছে। তা ছাড়া লখিমপুর খেরির ঘটনা-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে বিরোধীরা উত্তরপ্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে সরকারের দল হয় কি না, ভোট যত এগিয়ে আসছে তা নিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে।

‘মহারাষ্ট্রে সরকার গড়তে জোট চেয়েছিলেন মোদি, রাজি হইনি’

মুম্বই, ৩০ ডিসেম্বর।। মহারাষ্ট্রে সরকার গড়তে এনসিপিকে বিজেপির সঙ্গে জোট গড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন এনসিপি প্রধান শারদ পাওয়ার। “অন্তর্যমী” নামের একটি বইয়ের প্রকাশ অনুষ্ঠানে এই দাবি করতে দেখা গিয়েছে পাওয়ারকে। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর এমন মন্তব্যকে খিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। কী দাবি করেছেন পাওয়ার? তিনি জানিয়েছেন, ২০১৯ সালের ২০ নভেম্বর তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেই বৈঠকেই মোদি কেবল তাঁকে সরকার গড়ার জন্য এনসিপি-বিজেপি জোট গড়ার আহ্বানই দেননি ‘মহা বিকাশ আগারি’ জোটের মাধ্যমে। পাওয়ারের সুপ্রিয়া সুলেকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এমনই দাবি শরদ পাওয়ারের। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের শেষভাগে মহারাষ্ট্রে সরকার গড়া নিয়ে প্রভুত নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও নির্বাচনের ফলাফল অনুসারে শিবসেনা-বিজেপি জোটেরই সরকার গড়ার কথা ছিল। কিন্তু শিবসেনার প্রস্তাব ছিল, পাঁচ বছরের সময়কালের অর্ধেক সময় তাঁদের দলীয় সদস্যকে

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী করতে হবে। এই প্রস্তাব মানেনি বিজেপি। ফলে চিড় ধরে তাদের সম্পর্কে। আর সেই সময়ই সরকার করা গড়বে তা নিয়ে তীব্র অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। ওই বছরের ৮ নভেম্বর মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল ভগৎ সিং কোশিয়ারি বিজেপিকে একক বৃহত্তম দল হিসেবে সরকার গড়ার ডাক দেন। বিজেপি সরকার গঠন করলেও ১০ নভেম্বর সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে পারেনি। একইভাবে সরকার গড়তে ব্যর্থ হয় এনসিপিও। রাজ্যে জারি হয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। যদিও শেষ পর্যন্ত ২৩ নভেম্বর জট কাটে। শিবসেনা, এনসিপি ও কংগ্রেস মিলে মহারাষ্ট্রে সরকার গড়ে ‘মহা বিকাশ আগারি’ জোটের মাধ্যমে। পাওয়ারের দাবি, এর ঠিক আগে যখন সরকার গড়া নিয়ে টালবাহানা চরমে সেই সময়ই সদা প্রাক্তন জোটসঙ্গী শিবসেনাকে হারিয়ে এনসিপির দিকেই বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল বিজেপি। বিজেপি যে এমন প্রস্তাব দিয়েছিল তা সত্যি বলে দাবি করেছেন শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউতও। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বিজেপির তরফে এই দাবি নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

বিচারককে জুতো

ছুড়লেন অপরাধী

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

গান্ধীনগর, ৩০ ডিসেম্বর।।

আদালতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা পেয়ে বিচারকের দিকে জুতো ছুড়ে মারলেন ধর্ষণ ও খুনের মামলায় অভিযুক্ত। গুজরাটের সুরাটে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে। আদালতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা পাওয়ার পরেই অভিযুক্ত এই কাণ্ড ঘটান। ক্ষুদ্র ২৭ বছর বয়সি সূজিত সাক্তেতকে গত বছরের এপ্রিলে ৫ বছর বয়সি এক বালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় থ্রেফতার করা হয়। সূজিত নারাবালিকাকে চকোলেটের প্রলোভনে ধরিয়ে ধর্ষণের পর খুন করেন বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তে নেমে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে পকসে

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

লাইফ স্টাইল

শীতের ফেস মাস্কে যে ৫ ঘরোয়া উপাদান রাখবেন

নরম-প্রাণবন্ত ত্বক

হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই যাদের ত্বক এই সময় বেশি শুকনো হয়ে পড়ে তাঁরা দুধের মালিই তুলে নিয়ে মুখে লাগাতে পারেন। দুধের মালিই যেমন সরাসরি ত্বকে লাগানো যায়, তেমনিই বেসনের সাথে মিশিয়েও লাগাতে পারেন। **মধু:** শীতে ত্বককে আদ্রতা পৌঁছে দিতে মধুও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মধুর মধ্যে থাকা

আ্যকি-ব্যাকটেরিয়ালি গুণ কোনওরকম ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ থেকে ত্বককে রক্ষা করে। লেবুর রসের সাথে মধু, পাকা পেঁপে সাথে মধু, টক দইয়ের সাথে মধু মিশিয়ে লাগাতে পারেন মুখে। **নারকেল তেল:** শীতের ত্বক আরও ভালো পেতে অন্যতম চাবিকাঠি হল এন্ড্রট্রা। ভার্জিন অলিভ অয়েল। এটিকে

আপনারা যে কোনও ফেসপ্যাকে মেশাতে পারেন। আবার নারকেল তেলের সাথে কফির গুঁড়ো মিশিয়ে বডি আর ফেস স্ক্রাবও বানিয়ে নিতে পারেন। **গাজর:** গাজরের থাকা বিটা ক্যারোটিন ত্বকের জন্য ভালো। শীতের ফেস প্যাকে গাজরের রস ব্যবহার করতেই



কলা: পাকা কলা ভালো করে চটকে নিন। এবার সেটাও মুখে আর গায়ে লাগান। এটাও আপনার

ত্বককে ময়েশ্চারাইজার জোগাবে। এমনকী, কলার প্যাক চুলেও ব্যবহার করতে পারেন।

ভারতীয় পেসারদের দাপটে সেঞ্চুরিয়নে কাঙ্ক্ষিত জয় টিম ইন্ডিয়ার



ভারত: ৩২৭/১০ (রাহুল-১২৩, মায়াক-৬০) এবং ১৭৪/১০ (পত্ন ৩৪, রাহুল ২৩) দক্ষিণ আফ্রিকা: ১৯৭/১০ (বাভুমা ৫২, ডি'কক ৩৪) এবং ১৯১/১০ (এলগার ৫২, বাভুমা ৩৫*)

কেপটাউন, ৩০ ডিসেম্বর। বড় কোনও অঘটন না ঘটলে দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট সিরিজে জয় দিয়েই যে শুরু করতে চলেছে ভারত, তা বুধবারই একপ্রকার স্পষ্টই হয়ে গিয়েছিল। আর খাতায়-কলমে ম্যাচের পঞ্চম দিনে (একদিন বৃষ্টির কারণে নষ্ট হয়েছিল) ভারতীয় পেসারদের দাপটে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে জয়ের ইতিহাসই রচনা করল টিম ইন্ডিয়া। বুমরাহ, শামি, সিরাজের আশুনে বোলিংয়ে ক্রিজে টিকতেই পারলেন না প্রোটিয়া ব্যাটসররা। টেস্ট সিরিজ গুরুর আগে

দক্ষিণ আফ্রিকার একাধিক প্রাক্তনী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে এবার বিদেশের মাটিতে ভারতই ফেভারিট। যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছিল এই প্রোটিয়া শিবির তুলনামূলকভাবে দুর্বল। আনরিখ নখিয়ার না থাকটা দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য বড় ঝাঙ্কা। কিন্তু তাই বলে ভারতীয় বোলারদের থেকে জয়ের কৃতিত্ব কোনওভাবেই ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না। বিশেষ করে বিদেশের মাটিতে জশপ্রীত বুমরাহ যে জ্বলে উঠবেন তা সবারই জানা ছিল। দেশের বাইরে টেস্টে

একশের বেশি উইকেট ঝুলিতে ভরে ফেললেন তিনি। ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার পর দক্ষিণ আফ্রিকাতেই সবচেয়ে বেশি উইকেট নিয়েছেন বুমরাহ। সেঞ্চুরিয়নে তিনটি উইকেট তুলে ভারতের জয়কে আরও খানিকটা সহজ করে দেওয়ার কাজটি করেন তারকা পেসার। আর মিডল অর্ডারে ভাঙন ধরান মহম্মদ শামি (৩) ও মহম্মদ সিরাজ (২১)। শেষ বোলার আবার জোড়া উইকেট নিয়ে মধুরেন সমাপণে ঘটান অশ্বিন।

●এরপর দুইয়ের পাঠায়

সুপার সিক্স-এ উঠলো এডিনগর

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর : গ্রুপ-সি থেকে প্রথম দল হিসাবে আগেই সুপার সিক্স-এ উঠে গেছে চ্যাম্পাড়া। বৃহস্পতিবার দশমীঘাটকে হারিয়ে দ্বিতীয় দল হিসাবে সুপার সিক্স-এ জায়গা করে নিলো এডিনগর। নিপকো মাঠে এদিন এডিনগর ৯৯ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে দেয় দশমীঘাটকে। ম্যাচ শুরুর আগে দুইটি দলের সামনেই সুপার সিক্স-এ যাওয়ার সুযোগ ছিল। যারা জিতবে তারা উঠবে সুপার সিক্স-এ। এই অবস্থায় জ্বলে উঠলো এডিনগর। প্রথমে ব্যট করতে নেমে তারা ৪০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮১ রান করে। দলের হয়ে আদিত্য দে ৮১ এবং বিদ্যাপী রুদ্রপাল ৫৫ রান করে। দশমীঘাটের

হয়ে মহিব্ব লস্কর ৩টি উইকেট তুলে নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৮২ রান করতে সক্ষম হয় দশমীঘাট। সর্বোচ্চ ৩৪ রান করে মহিব্ব। বিজয়ী দলের হয়ে সোমরাজ দে ৪টি এবং তুবার দেবনাথ ৩টি উইকেট নেয়। এদিকে, নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে দলের অপর ম্যাচে চ্যাম্পাড়া ১৮১ রানে প্রগতি-কে হারিয়ে দেয়। গ্রুপ-সি থেকে আগেই চ্যাম্পাড়া সুপার সিক্স-এ উঠে গেছে। ফলে তাদের কাছে এদিনের ম্যাচটি ছিল শীর্ষস্থানে থাকার লড়াই। অন্যদিকে, প্রগতির কাছে স্বেফ বিজয়মরক্ষার ম্যাচ। নিয়মরক্ষার ম্যাচেও তারা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হলো। ব্যাটিং-বোলিং উভয় বিভাগে একেছত্র দাপট দেখালো

চ্যাম্পাড়া। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৪০ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ২৫১ রান করে চ্যাম্পাড়া। এই বছর অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে শতরানের বন্যা বইয়ে দিয়েছে চ্যাম্পাড়া। এদিনও তাদের হয়ে শতরান করলো বিশাল শীল। ৯৬ বলে ১৩টি বাউন্ডারি এবং ২টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১০৩ রান করে বিশাল। অপরদিকে, টানা দুইটি ম্যাচে শতরান করা অর্কজিৎ সাহা এদিন ৯৮ রানে অপরাজিত থাকে। বিশাল রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে প্রগতি-র ব্যাটসম্যানরা ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ২৬.৫ ওভারে মাত্র ৭০ রানে গুটিয়ে যায় হিরিংসা। বিজয়ী দলের

●এরপর দুইয়ের পাঠায়

ফের ব্যর্থ কোহলি, আরও একটা বছর সেঞ্চুরিহীন

কেপটাউন, ৩০ ডিসেম্বর : আরও একটা বছর সেঞ্চুরিহীন হয়েই কাটাতে হল বিরাট কোহলিকে। সময়টা একদমই ভালো লাগছে না ভারতের টেস্ট অধিনায়কের। ২০১৯ সালে ইডেন গার্ডেনে দিন-রাতের টেস্টের পর আর কোনও ফরম্যাটেই সেঞ্চুরি পাননি বিরাট। চলতি দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজেও ব্যর্থ কোহলি। সেঞ্চুরিয়ানে টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে মার্কে জেনসেনের বলে ব্যক্তিগত ১৮ রানে আউট হন কোহলি। অফস্টাম্পের বাইরের বল যেন তার কাছে আতঙ্কের হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম ইনিংসে লুঙ্গি এনগিডি যেভাবে আউট করেছিলেন, দ্বিতীয় ইনিংসে অনেকটা সে ভাবেই ক্যাচ আউট

হলেন কোহলি। প্রথম ইনিংসে করেছিলেন ৩৫। আর দ্বিতীয় ইনিংসে আউট হলো ১৮ রানে। দুইটি বছর কেটে গেলেও কোহলির ব্যাট কোনও সেঞ্চুরি নেই। টানা ৬০ ইনিংসে কোনও শতরান আসেনি তার ব্যাট থেকে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে একসময় রানমেশিন বলা হতো কোহলিকে। কিন্তু টানা ২ বছর ধরে যেভাবে তিনি ব্যর্থ হচ্ছেন, তাতে বিরাটের বলিষ্ঠতানিয়ে প্রশংচিত ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। টেস্ট ক্যারিয়ারের ৯৮টা ম্যাচ খেলে ফেলেছেন কোহলি। চলতি সিরিজেই নিজের শততম টেস্ট পূর্ণ করবেন বিরাট। ১১ জানুয়ারি কেপটাউনে সিরিজের তৃতীয় টেস্টেই নিজের ক্যারিয়ারের

শততম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামবেন বিরাট কোহলি। কিন্তু তার সাম্প্রতিক ফর্ম ক্রমশ চিন্তা বাড়ীচ্ছে।



মধুসূদন স্মৃতি ভলিবলে জয়ী আগরতলা ভলিবল ক্লাব

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর : ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত মধুসূদন স্মৃতি ভলিবল প্রতিযোগিতায় বৃহস্পতিবার জয় পেলো আগরতলা ভলিবল ক্লাব। তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে তারা ২৫-২১, ২৪-২৬, ২৭-২৫ এবং ২৫-২১ পয়েন্টে হারিয়ে দেয় মানি কিক-কে। আগামীকাল বিকাল তিনটায় বিশালগড় সিসি বনাম বিএসএফ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। এরপরই সেমিফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত হবে। প্রসঙ্গত, আসরের ম্যাচগুলি হচ্ছে উমাকান্ত ভলিবল কোর্টে।

মহিলা ক্রিকেটে শতরান করলো মৌচৈতি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর : আমন্ত্রণমূলক মহিলা ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার শতরান করলো এগিয়ে চল সংঘের মৌচৈতি দেবনাথ। মোহনপুরের দুর্বল বোলিং-র পুরোপুরি ফায়দা তুললো মৌচৈতি। মাত্র ৬০ বলে ১৩টি বাউন্ডারি এবং ৩টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১০৫ রান করলো মৌচৈতি। মৌচৈতি-র এই শতরানের সৌজন্যে এমবিবি স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে এগিয়ে চল সংঘ ২০ ওভারে মাত্র ২টি উইকেট হারিয়ে ১৯৪ রান করে। মৌচৈতি ছাড়া অধিকাংশ দেবনাথ করে ৪৮ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ৫৫ রান করে মোহনপুর। ফলে ১৩৯ রানে তাদের কাছ থেকে ম্যাচটি ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ২৬.৫ ওভারে মাত্র ৭০ রানে গুটিয়ে যায় হিরিংসা। বিজয়ী দলের

●এরপর দুইয়ের পাঠায়

বীরেন্দ্র ক্লাব-২, ত্রিপুরা পুলিশ-১

পুলিশকে হারিয়ে সেমি-তে বীরেন্দ্র ক্লাব

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর : কয়েক বছর আগেও সিনিয়র ফুটবলে ত্রিপুরা পুলিশ ছিল একটি সমীহ জগানো শক্তি। তাদের ভয় পেতো ভিনরাজা এবং বিদেশি ফুটবলার সমৃদ্ধ সবকয়টি দল। সেই পুলিশ আজ অতীতের ছায়া মাত্র। গত ৯-১০ বছর ধরে ফুটবলার নিয়োগ হয়নি। বলা যায়, বর্তমান দলটি একটি বৃদ্ধাশ্রম। গতি মন্থরতায় ভুগছে। যদিও গুণগত মানের বিচার করলে পুলিশের অনেক ফুটবলার এখনও অন্যদের চেয়ে এগিয়ে। কিন্তু বর্তমান আধুনিক ফুটবলে গতি একটা বড় ফ্যাক্টর। বৃহস্পতিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সেটাই স্পষ্ট হলো। বীরেন্দ্র ক্লাব ২-১ গোলে পুলিশকে হারিয়ে রাখাল শিস্তের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলো। ফলাফল দেখে এটা মনে হতে পারে যে, ম্যাচে বেশ লড়াই হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে ঘটলো তার উল্টোটি। বীরেন্দ্র ক্লাবের কমবয়সি ফুটবলাররা আগাগোড়া নাস্তানাবুদ করলো পুলিশ বাহিনীকে। অসংখ্য সুযোগ পেলেও দুইটির বেশি গোল করতে পারেনি বীরেন্দ্র ক্লাব। প্রাপ্ত সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে অন্তত হাফ ডজন গোল করতে পারতো তারা। এই

বিষয়টা কিন্তু পরবর্তী ম্যাচগুলিতে চিন্তার বিষয় হতে পারে। শুরু থেকেই ম্যাচের রাশ নিজদের দখলে নেয় বীরেন্দ্র ক্লাব। ১৩ মিনিটেই তারা গোল করে এগিয়ে যায়। সুয়াম হুইপান হালাম-র কাছ থেকে বল পেয়ে চমৎকার শটে বীরেন্দ্র ক্লাবকে এগিয়ে দেয় অসম-র ফুটবলার পুনুন্ন নিয়ুন্ন। গোলাটি পেয়ে দলটির আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে যায়। এরপর পুলিশের ডিফেন্সের দুর্বলতার সুযোগে একের পর এক আক্রমণ তুলে

আনে বীরেন্দ্র ক্লাব। অমিত দেববর্মা এবং মণিভাম দেববর্মা দুই স্টপার পুরোপুরি ব্যর্থ। বীরেন্দ্র ক্লাবের একের পর এক আক্রমণের সময় দুই স্টপারকেই দেখা গেলো একই লাইনে চলে এসেছে। অনুপ এমএল ছুটিতে আছে। ফলে তাকে এদিন পায়নি পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরে একা অনুপ-ই পুলিশের ডিফেন্সকে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। তার অভাবে পুলিশের ডিফেন্স কতটা নড়বড়ে সেটা এদিন বেশ ভালোভাবে বোঝা গেলো। ৩২ মিনিটে লালনুন

ডার্লিং-র কাছ থেকে বল পেয়ে প্রণব সরকার বীরেন্দ্র ক্লাবের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করে। প্রণব-র পায়ে যখন বলটি এলো তখন পুলিশের দুই স্টপার ধারে-কাছেও নেই। গোটা ম্যাচে অসংখ্যবার এরকম ভুল করলো পুলিশ বাহিনী। ম্যাচের ৪১ মিনিটে আরও একবার গোলের সুযোগ পেয়েছিল বীরেন্দ্র ক্লাব। তবে লালনুন ডার্লিং-র হেড অঙ্গের জন্য বাইরে চলে যায়। প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে থাকা বীরেন্দ্র

●এরপর দুইয়ের পাঠায়



জাতীয় ক্রিকেটে ব্যর্থ যখন ত্রিপুরা

টিসিএ-র ৪০ লাখি, ২৪ লাখি কোচ

কি স্কিমে আমদানি—প্রশ্ন জনমনে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর : নিম্নকোরা বলেন, টিসিএ-র বর্তমান আড়হিদ্দনেই যার। অপর একটি (জুনিয়র) জীবনে কোচিং করে যে টাকা পাননি এবার এক সিজনেই নাকি তার চেয়ে বেশি টাকা পাচ্ছেন। বেসরকারিভাবে খবর হলো, গৌতম সোম (জুনিয়র) নাকি টিসিএ থেকে এই বছর শুধুমাত্র বেতন হিসাবেই পাবেন ২৪ লক্ষ টাকা। দলের সঙ্গে বাইরে গেলে দৈনিক ডিএ এবং আগরতলায় থাকা বিন্যামুল্যে। এছাড়া কয়েকবার কল্যাণটা ভ্রমণ। প্রাথমিকভাবে ধারণা যে, এক গৌতম সোম-র (জুনিয়র) নামে টিসিএ থেকে এক সিজনে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা খরচ হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, এখন পর্যন্ত জাতীয় ক্রিকেটে গৌতম সোম-র (জুনিয়র) কোচিং-এ টিসিএ-র জুনিয়র রাজা দলের সাফল্য কি? একদিনের ক্রিকেটে ৫ ম্যাচের মধ্যে ৪টি হার,

একটি ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত। চারদিনের ক্রিকেটে ৩টি ম্যাচে ইনিংসে হার। যার মধ্যে দুইটি ম্যাচ আড়হিদ্দনেই শেষ। অপর একটি ম্যাচে ৯ উইকেটে হার। শুধু বিহার ম্যাচে কোনভাবে ৮ রানে জয়। রাজ্যের যে সমস্ত কোচ আছেন তাদের কাণ্ড নাকি ২৪ লাখি এই কোচের মতো এমন জঘন্য পারফরম্যান্স নেই। যদিও রাজ্যের একজন কোচ সিনিয়র দলের কোচিং করে ছয় লক্ষ টাকা পাবেন জেনে টিসিএ-র বর্তমান কমিটি তার টাকা আটকে দেয়। পরে উচ্চ আদালতের নির্দেশে তাকে টাকা দিতে হয়। একজন সিনিয়র দলের কোচ যিনি ত্রিপুরার নামি প্রাক্তন রঞ্জি ক্রিকেটার যাতে ৬ লক্ষ টাকার জন্য আদালতে মামলা করতে হয় তখন ভিনরাজ্যের একজন কোচ জুনিয়র দলের জন্য পান ২৪ লক্ষ টাকা। শোনা যাচ্ছে, সিনিয়র দলের ভিনরাজ্যের কোচ নাকি পাবেন ৪০ লক্ষ টাকা এবং সাথে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। তবে ক্রিকেট মহলের আশঙ্কা, রাজ্যের সফল কোচদের বাদ দিয়ে কাউকে ৪০

লাখ টাকা তো কাউকে ২৪ লাখ টাকা দিয়ে কোচ করে আনার পেছনে টিসিএ-র নিশ্চয় অন্য কোন কারণ আছে। জুনিয়র দলের যে কোচকে ২৪ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য সুবিধা দিয়ে আনা হলো তিনি ত্রিপুরাকে কি বা কতটা সাফল্য এনে দিলেন? অনেকে তেঁা ধারণা যে, ভিনরাজ্যের কোচ এনে তাদের লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া আসলে একটা স্কিম হতে পারে। রাজ্যের কোচ হলে স্কিমে সমস্যা হতে পারে। এই প্রশ্ন উঠছে এই কারণে যে, যিনি ৪০ লক্ষ টাকা দামের কোচ তিনি নাকি পাচ্ছেন? অনেকে তেঁা ধারণা ত্রিপুরায় এসেছিলেন। তেমনি ভিনরাজ্যে যার নর নাকি ৩-৪ লক্ষ টাকা তিনি নাকি এখানে ২৪ লক্ষ টাকা পাচ্ছেন। আর ২৪ লক্ষ বা ৪০ লক্ষ টাকা দামের কোচদের সাফল্য বা পারফরম্যান্স তো চোখের সামনে। তাই ক্রিকেট মহলের অভিযোগ নাকি পাগলো কিন্তু মানুষের মনে সাড়া জাগাচ্ছে। তাদের মনে হচ্ছে, এই ২৪ লক্ষ বা ৪০ লক্ষ টাকায় কোচ আনা আসলেই হয়তো বড় কোন স্কিমের ফসল।

অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে জয়ী জিনিয়াস সিসিসি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩০ ডিসেম্বর : ধর্মনগর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার সহজ জয় পেলো জিনিয়াস সিসিসি। বিবিআই মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা ১০ উইকেটে হারালো ধর্মনগর সিসিসি-কে (বি)। টমে জিতে ধর্মনগর সিসিসি প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে ১৪ ওভারে মাত্র ২২ রানে গুটিয়ে যায়



তাদের ইনিংস। জিনিয়াস-র হয়ে অংশুমান সরকার, জয়দীপ দত্ত ও গিট করে এবং দীপ্তনু সোম, আয়ুষ নাথ ২টি করে উইকেট নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জিনিয়াস ৬.৪ ওভারে কোন উইকেট না হারিয়ে জয় তুলে নেয়। অংশুমান সরকার ১৪ রানে অপরাজিত থাকে। ব্যাট এবং বোলিং-এ নৈপুণ্য দেখানোর জন্য ম্যাচের সেরা নির্বাচিত করা হয় অংশুমান-কে।

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর : সভাপতির বাড়ি শহরের প্রাণকেন্দ্রে। তারপরও প্রতি মাসে শুধুমাত্র তার গাড়ি ভাড়া বাবদ টিসিএ-র প্রায় ৭০-৭৫ হাজার টাকা খরচ। যুথসচিবের বাড়িও শহরের কাছেই। তারপরও প্রতি মাসে যুথসচিবের শুধুমাত্র গাড়ি ভাড়া বাবদ টিসিএ-র প্রায় ৭০-৭৫ হাজার টাকা। কিন্তু সহ-সভাপতি থাকেন মোহনপুর কেন্দ্রে। তার আগরতলায় আসতে হলে গাড়ির প্রয়োজন। সভাপতি ও যুথসচিবের মতো তিনিও টিসিএ-র পাঁচজন অফিস বোয়ারদের মধ্যে একজন। তাই তিনিও চাইছিলেন যে, সভাপতি ও যুথসচিবের মতো টিসিএ-র গাড়িতে আগরতলায় আসা-যাওয়া করতে পারেন। বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য তিনি সভাপতিকে চিঠিও দিয়েছিলেন। কিন্তু জানা গেছে, সভাপতি নাকি এখনও সহ-সভাপতির আবেদন পত্রে অনুমোদন দেননি। ফলে যেখানে যুথসচিব পর্বত টিসিএ-র গাড়ি চড়েন সেখানে তিনি সহ-সভাপতি

হয়ে গাড়ি চেয়েও এখন পর্যন্ত পাননি। স্বাভাবিকভাবেই টিসিএ-র সহ-সভাপতি তথা মোহনপুরের শাসক দলের প্রভাবশালী নেতা জয়লাল ভাস স সভাপতি মানিক সাহা-র ভূমিকায় হতাশ হতেই পারেন। টিসিএ-র সহ-সভাপতির সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন হতশাশনক মন্তব্য সামনে আসার পর টিসিএ-তে তার গাড়ি চেয়ে এখন পর্যন্ত ব্যর্থ হওয়ার ঘটনাকেও কিন্তু ক্রিকেট মহল গুরুত্ব দিচ্ছে। টিসিএ-র একজন সদস্য বলেন, সভাপতি এবং যুথসচিব যদি আগরতলায় থেকেও প্রতি মাসে শুধুমাত্র গাড়ি ভাড়া বাবদ টিসিএ-র ৭০-৭৫ হাজার টাকা করে খরচ করেন তাহলে মোহনপুর থেকে সহ-সভাপতিও তো গাড়ি চাইতে পারেন। টিসিএ-র সভাপতি এখনও তার আবেদন সাড়া না দেওয়ার ফলে হতাশ হতেই পারেন সহ-সভাপতি। খবরের প্রকাশ, কামালঘাট খেলার মাঠটি সংস্কার করার জন্য টিসিএ-র সহ-সভাপতির কাছে কামালঘাট স্পোর্টিং ক্লাবের আবেদন ছিল। সহ-সভাপতি বিষয়টি টিসিএ-তে বিবেচনার জন্য পাঠান। তিনি হয়তো নিশ্চিত ছিলেন যে, একজন সহ-সভাপতি হিসাবে তার এই

অনুরোধ টিসিএ রক্ষা করবে। কিন্তু টিসিএ-র বর্তমান কমিটি নাকি কামালঘাট মাঠ সংস্কারে এক টাকার খরচ করতে নারাজ। এই ঘটনা সামনে আসতেই কামালঘাট এলাকায় টিসিএ-র সহ-সভাপতির ক্ষমতা সম্পর্কে মানুষ হতাশ। এখানেও অভিযোগ যে, টিসিএ-র সভাপতি ও যুথসচিব নাকি টিসিএ-র সহ-সভাপতির অনুরোধকে গুরুত্ব দেয়নি। এখানেও হয়তো হতাশ সহ-সভাপতি। সহ-সভাপতি নাকি চেয়েছিলেন যে, ৫ হাজার টাকা মাসিক ভাতার রাজ্যে ১১০০ ক্রিকেট স্পটার নিয়োগ করতে। এর জন্য টিসিএ-র কমিটির দায়িত্ব ছিলেন তিনি। জীবনে ক্রিকেট না খেললেও টিসিএ-র সহ-সভাপতি হিসাবে নাকি তিনি ক্রিকেট স্পটার হিসাবে যারা আবেদন করেছিলেন তাদের ইন্টারভিউও নেন। সহ-সভাপতি নাকি একটা তালিকাও তৈরি করেছিলেন। কিন্তু ৫০০০ টাকার বেতনের ১১০০ ক্রিকেট স্পটার নিয়োগ নাকি আটকে আছে। হয়তো এই ঘটনায় রীতিমত হতাশ সহ-সভাপতি। ক্রিকেট মহলের দাবি, একজন সহ-সভাপতি হিসাবে নাকি টিসিএ-তে কোন দায়িত্ব বা গুরুত্ব কিছুই পাচ্ছেন না জয়লাল দাস। তার জন্যই তিনি এত হতাশ।

যান সন্ত্রাসে মৃত্যু ঘিরে রণক্ষেত্র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। যান দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র তৈরি হয়েছে আগরতলা-মোহনপুর সড়কের লেন্থুছড়ায়। ট্রিপার গাড়ির ধাক্কায় ফিশারি কলেজের এক কর্মীর মৃত্যুর ঘটনা ঘিরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে স্থানীয়দের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাতিদাঙ্গা লাগানোরও বাড়তি চেষ্টা হয়। ভাঙচুর করা হয় কয়েকটি গাড়ি। ইট-পাটকলের ঢিল খেয়ে জখম হন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জগদীশ্বর রেড্ডি সহ আরও কয়েকজন পুলিশ এবং টিএসআর কর্মী। আহত পুলিশ অফিসারকে জিবিপি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে চিকিৎসা করাতে হয়। বৃহস্পতিবার রাতে লেন্থুছড়া চৌমুহনি এলাকায় বন্ধ হয়ে যায় আগরতলা-মোহনপুর সড়কের যান চলাচল। রাতভর চলে উত্তেজনা। ঘটনাস্থলে নামানো হয় বিশাল পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী। যান দুর্ঘটনায় নিহত ফিজিওথেরাপিস্টের নাম গোবিন্দ দেববর্মী (৪২)। তার বাড়ি জিরানিয়ার খতামারা এলাকায়। তিনি লেন্থুছড়া মৎস্য কলেজ ফিজিওথেরাপিস্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার স্ত্রী ক্যান্ডার হাসপাতালের নার্স। জানা গেছে,

জখম আইপিএস রেড্ডি



বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ নিজের টিআর০১ ড্রিভিউ ৯৩২১ নম্বরের স্কুটি নিয়ে লেন্থুছড়া বাজারে গিয়েছিলেন। তিনি মৎস্য কলেজের কোয়টারে থাকতেন। বাজার সেরে ফেরার পথে তার স্কুটির পেছনে একটি ট্রিপার গাড়ি ধাক্কা দেয়। স্কুটি থেকে ছিটকে পড়ে যান গোবিন্দ। তার মাথা পিষে দেয় ট্রিপারের চাকা। ঘটনাস্থলে মারা যান গোবিন্দ। স্থানীয়রা সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটনায় পুলিশ এবং মোহনপুর দমকল অফিসে খবর দেন। স্থানীয়দের

অভিযোগ, মোহনপুর থেকে দমকলের গাড়ি আসেনি। পরে এনসিসি থেকে দমকলের একটি গাড়ি এসে গোবিন্দ'র দেহটি তুলে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় ট্রিপার গাড়ি টি। স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, ঘটনার প্রায় ১ ঘণ্টা পর আসে দমকলের গাড়ি। পুলিশও অনেক পরে এসেছে। রাস্তায় ছটফট করতে করতে মারা যান গোবিন্দ। খুনি গাড়ি আটক করার দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয়রা। জনজাতি অংশের কিছু

লোক মিলে কামালঘাটের দিক থেকে আসা সব গাড়ি আটক করতে শুরু করে দেয়। আরও কয়েকটি ট্রিপার গাড়ি তারা আটক করে। গাড়িগুলোতে ভাঙচুর চালানো শুরু হয়। তাদের দাবি, খুনি ট্রিপার গাড়ি চালককে এখনই তাদের সামনে আনতে হবে। খবর পেয়ে ছুটে যান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রেড্ডি। জনজাতি অংশের বিক্ষুব্ধ কিছু লোক মিলে পুলিশ, টিএসআর এবং সিআরপিএফ জওয়ানদের উপর লক্ষ্য করে ঢিল ছুড়তে শুরু করে। একটি ঢিল গিয়ে লাগে আইপিএস রেড্ডির মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে জিবিপি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশের আইজি (আইন-শৃঙ্খলা) জিবিপি হাসপাতালে ছুটে যান রেড্ডিকে দেখার জন্য। প্রাথমিক চিকিৎসার পর এই আইপিএস অফিসারকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এদিকে গভীর রাত পর্যন্ত লেন্থুছড়া দিয়ে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

একজনের এক্সরে রিপোর্ট অন্যজনকে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ৩০ ডিসেম্বর।। রাজ্যের মডেল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ফের প্রশ্নের মুখে। সরকারি হাসপাতালগুলিতে প্রায় প্রতিদিনই একের পর এক এমন কিছু ঘটনা ঘটছে যেগুলোর কারণে দফতরকে বার বার প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে। বৃহস্পতিবার কুলাইস্থিত ধলাই জেলা হাসপাতালের আরও একটি ঘটনা সামনে আসার পর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সেখানে একজন মহিলাকে অপারজনের এক্সরে রিপোর্ট দিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। রক্তা চক্রবর্তী নামে ওই মহিলাকে দেওয়া হয় তুলসি রানি দাসের রিপোর্ট। তবে রক্তাদেবী প্রথমে বিষয়টি বুঝতে পারেননি।

● এরপর দুইয়ের পাতায়

RADIOLOGIST / SONOLOGIST চাই

Need one nos of Radiologist / Sonologist doctor for a diagnostic centre at Sidhai Mohanpur on Part Time basis.

Whatsapp : 9774135855

DECLARATION

I am Mousumi Malla Barman D/O Lt. Rabi Malla Barman & Sima Barman. In my School Certificate, Marksheet, Admit, Voter Card, Bank Passport Spelling has been recorded as "MOUSUMI MALLA BARMAN" and in my PRTC, SC Aadhaar, Pan Card, Birth Certificate Spelling has been recorded as "MOUSHUMI MALLA BARMAN". But "MOUSUMI MALLA BARMAN" & "MOUSHUMI MALLA BARMAN" is one and same person.

DR. RAFIQUK ISLAM
Retd. Hom. Physician

Loknath Homeo Hall
Gangail Road, (Near Ram Thakur Sangha)
Time : 2 P.M. – 6 P.M.
Resi : Near Western Club
10 am- 10 pm

1st Jan '22
Consultant fee Free

বাইখোড়ায় মোহন্ত মহারাজ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বাইখোড়া, ৩০ ডিসেম্বর।। কৈবলাধামের সপ্তম মোহন্ত মহারাজ কালীপদ ভট্টাচার্য বাইখোড়ায় আসেন। তিনি বাইখোড়ায় আসার পর স্থানীয় ইসকন মন্দিরের প্রধান পরিচালক করণেশ্বর মাথব দাস ব্রহ্মচারী-সহ অন্যান্যরা মোহন্ত মহারাজকে স্বাগত জানান। বৃধবার বাইখোড়ায় থাকার পর বৃহস্পতিবার মোহন্ত মহারাজ আসেন জেলাইবাড়িতে। সেখানও তার সফরকে কেন্দ্র করে ভক্তদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ দেখা গেছে।

১৭ দিন ধরে নিখোঁজ বধূ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩০ ডিসেম্বর।। দুই সন্তানের জননী নিখোঁজ হবার সতেরো দিন হয়ে গেলেও মহিলা থানা কোনো ধরনের কার্যকরী ভূমিকা না নেওয়ায় মহিলা থানার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ১৩ ডিসেম্বর সোমবার কৈলাসহর চন্ডিপুর ব্লকের অধীন মাইলং এডিসি ভিলেজের ২ নং ওয়ার্ডের আড়াইদ্রোণ গ্রামের বাসিন্দা দিলীপ দেববর্মীর স্ত্রী দয়মন্তী দেববর্মী স্বামীর অনুপস্থিতিতে



বাড়ির কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। স্বামী দিলীপ দেববর্মী বিকেলে বাড়িতে এসে তার স্ত্রী দয়মন্তী দেববর্মীকে বাড়িতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর না পেয়ে ওই দিন সন্ধ্যায় কৈলাসহর মহিলা

● এরপর দুইয়ের পাতায়

এফিডেভিট

আমি কামরুল হুসেন আমার Admit Card -এ Khinur Begam এবং আমার Passport-এ Kahinor Begam আমার মার নামের ভুল থাকার দরুন Affidavit মূল্যে কহিনুর বেগম একই ব্যক্তি।

বিজেপি নেতার বাড়িতে হামলা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩০ ডিসেম্বর।। টিএসআরের চাকরি নিয়ে ফ্লোভের আঙন সর্বত্র। বৃধবার রাত পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিজেপির দলীয় অফিস ভাঙচুর করা হয়েছিল। ওই রাতে আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি দলীয় নেতাও। বৃধবার গভীর রাতে বিজেপি নেতার বাড়িতে ঢুকে হামলা চালায় দুষ্কৃতিরা। কমলাসাগর মন্ডলের কিয়ান মোচার সদস্য তাপস কুমার লস্করের বাড়িতে এই ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তাপস কুমার লস্কর জানান, দুষ্কৃতিরা রাতে যখন হামলা চালায় তিনি ভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে অন্যত্র লুকিয়ে পড়েন। তবে তার বাড়িতেই হামলা চালানো হয়েছে কেন তা এখনও স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। দুষ্কৃতিরা লাঠিসোঁটা এবং দা হাতে নিয়ে বিজেপি নেতার বাড়িতে চড়াও হয়। তাদের হাতে আক্রান্ত হন নেতার স্ত্রী। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে দলের প্রদেশ নেতৃত্ব এবং সিপিএফ জেলার সভাপতি ছুটে যান দলীয় নেতার বাড়িতে। পুলিশকেও এই ঘটনা সম্পর্কে জানানো হয়। তাপস কুমার লস্কর জানান- সাগর লস্কর, চিরঞ্জিৎ শীল সহ আরও কয়েকজন মিলে তার বাড়িতে হামলা চালায়। হামলাকারীদের সামনে দেখে তার স্ত্রী এগিয়ে যান। তখনই অভিযুক্তরা মহিলাকে মারধর করে বলে অভিযোগ। নেতার ছেলেকেও মারধর করা হয় বলে তিনি

● এরপর দুইয়ের পাতায়

রাজ্যবাসীকে ইংরেজী নতুন বর্ষের আগাম প্রীতি ও শুভেচ্ছা

INDIAN CAKES & NUTS AGARTALA

- Order your Special Cake from our outlet.
- বাড়িতে বসেই মনের পছন্দমতো কেক অর্ডার করার জন্য আজই Android Playstore থেকে ডাউনলোড করুন "INDIAN CAKES AND NUTS" App এবং কম্পিউটার থেকে খুলুন indiancakesandnuts.com
- Home Delivery Available.
- গৃহিনী বা গৃহকর্তা কেক-এর কাজ শিখে নিজেকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য আজই যোগাযোগ করুন।
- Franchise Opportunity Open.

Call : 7005503316

নিখোঁজ নাবালিকা উদ্ধার জিবি-তে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। নিখোঁজ নাবালিকা উদ্ধার জিবিপি হাসপাতালে। হাসপাতাল চত্বরে সন্দেহজনক অবস্থায় নিখোঁজ নাবালিকাকে যোরাক্ফেরা করতে দেখে বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীরা আটক করে। পরে এক যুবক-সহ তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় জিবিপি হাসপাতাল চত্বরে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। জানা গেছে, আড়ালিয়া এলাকা থেকে গত ১৯ ডিসেম্বর নিখোঁজ হয়ে যায় ১৬ বছরের এক নাবালিকা। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এনিয়ে পূর্ব মহিলা থানায় একটি জিডি এন্ট্রিও হয়। বৃহস্পতিবার এক নাবালিকা এবং যুবককে হাসপাতালের ভেতর সন্দেহজনক অবস্থায় যোরাক্ফেরা করতে দেখা যায়। তাদের আটক করে জিবি ফাঁড়ির পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ গিয়ে নাবালিকা মেয়েটিকে উদ্ধার করে। তার সঙ্গে আটক করা হয় অভিযুক্ত যুবক ফারুককে। পরে তাদের পূর্ব মহিলা থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

মৃত ব্যক্তির নামে চুরির গাড়ি রেজিস্ট্রেশন

অপদার্থ পরিবহণ দফতর



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। পরিবহণ দফতর চলেছে ঘুরুর বাসা। সহজেই চুরির গাড়ি বিক্রি করে নতুন করে রেজিস্ট্রেশনও পাওয়া যায় এই রাজ্যে। পরিবহণ দফতরে এমভিআই-সহ অন্য কর্মীরা চুরির গাড়ি বিক্রি করতে সাহায্য করে বলেও অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার চুরির একটি গাড়ি উদ্ধার ঘিরে এই ধরনের অভিযোগ সামনে এসেছে। শহরে চুরির গাড়ি আটক করে তদন্ত শুরু করেছে পূর্ব থানার পুলিশ। জানা গেছে, চন্দ্রপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে একটি স্ক্রপিউ গাড়ি চুরি করা হয়েছিল। মাত্র তিন মাসে একটি গাড়ির মালিকানা পাঁচবার বদল হয়েছে। সবগুলিরই রেকর্ড রয়েছে

পরিবহণ দফতরেও। অর্থাৎ পরিবহণ দফতরে চুরির গাড়ি রেজিস্ট্রেশন পাইয়ে দেওয়ার চক্র কাজ করছে। শহরে এমনিতেই বেআইনিভাবে বাইক এবং গাড়ির রেজিস্ট্রেশন পাইয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। এক দালালকেও গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত পরিবহণ দফতরের কোনও কর্মীকেই পুলিশ গ্রেফতার করেনি। এমনকী প্রতারণা এবং চুরির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বাকীদের

জালেও তুলেনি। এসবের মধ্যেই আবারও চুরির গাড়ি উদ্ধার ঘিরে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। জানা গেছে, সীতারাম সাহানির টিআর-০১-এএন-০৬-০৬৮ নম্বরের স্ক্রপিউ গাড়িটিকে বিক্রি করবেন বলে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়েছিলেন। এই পোস্ট দেখেই একজন গাড়িটি দেখতে চন্দ্রপুর স্ট্যান্ডে গিয়েছিলেন। গাড়িটি চালিয়ে দেখতে চেয়ে ওই যুবক আর ফিরে আসেননি। গাড়িটিও সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে গেছে। এই ঘটনায়

● এরপর দুইয়ের পাতায়

মাথা ফাটানো হলো ১০৩২৩ শিক্ষকের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। আবারও আক্রান্ত চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষক। মারধর করে চাকরিচ্যুত এক শিক্ষকের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। গুরুতর জখম অবস্থায় এই শিক্ষকের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে। ঘটনাটি হয়েছে বিলোনিয়া মহকুমার ডিমান্তলী বাজারে। এই বাজারেই আক্রান্ত হয়েছেন চাকরিচ্যুত শিক্ষক বিধান ত্রিপুরা। বাজারের ব্যবসায়ীরাই তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যান। চাকরি

● এরপর দুইয়ের পাতায়

বিক্রয়

এখানে পুরাতন ইট, দরজা, জানালা, কাঠ, টিন, রাবিশ, চিপস্ বিক্রয় হয়।

শিবশক্তি কেয়িং সেন্টার

8413987774
90518411933

বিঃ দ্রঃ- এখানে পুরাতন বিল্ডিং ক্রয় করে ভেঙে নিয়ে যাওয়া হয়।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহিম চন্দ্র সাহা

মৃত্যু : ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৬ইং

“হৃদয়ের অতলান্তে তোমার স্মৃতির রেখা রয়ে যাবে উজ্জ্বল অক্ষয়”

হে কর্মবীর আজকের মত এমনি দিনে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে অমৃতধামে। আজ তোমার ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকী। তোমার পরমাত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

বিশ্বজিৎ সাহা (নাতি)

‘মহিম মদন’ মেলারমাঠ কালীবাড়ির বিপরীতে, আগরতলা, ত্রিপুরা (পঃ)

মোবাইল : ৯৪৩৬১২০৯৮৭

সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

অত্র সমিতি বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স কর্তৃক গৃহীত বিগত ০৬/১২/২০২১ইং তারিখের সিদ্ধান্ত মূলে এত দ্বারা আগরতলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ এর সকল সভা ও সভাপাণ্ডকে অবগত করা যাইতেছে যে, আগামী ২০/০১/২০২২ইং তারিখে রোজ বৃহস্পতিবার পূর্ব্বক ১০ (দশ) ঘটিকায় সমিতির অফিস ঘরে সমিতির এক সাধারণ সভা আয়োজন করা হইয়াছে। উক্ত সভায় যথা সময়ে উপস্থিত হইয়া সভার কার্য সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্রত্যেক সভা ও সভাপাণ্ডকে বিশেষ অনুরোধ করা যাইতেছে। সভার আলোচ্যসূচি সমিতির অফিস বোর্ডে দেওয়া আছে।

তারিখ : ১৮/১২/২১

অনুমতানুসারে
পিক্টু রঞ্জন দাস

9436940366

BAPPIRAJ FURNITURE

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

© Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

বিয়ের ফার্নিচারের বিপুল সম্ভার

Image showing various furniture items like sofas, chairs, and tables.